করে এমন কোন বিষয় (যেমন—তোমার বিদ্যালয়-জীবনের প্রথম দিন, একটি নদীর আত্মকথা, একটি বর্ষণমুখর সন্ধ্যা, ইত্যাদি), প্রভৃতি। মৌখিক রচনার মাধ্যমে এইসব বিষয় সম্পর্কে ছাত্রদের চিন্তাধারা সুস্পষ্ট আকার ধারণ করবে এবং লিখিত রচনায় ছাত্রদের যেসব বিশেষ বিশেষ শব্দ এবং রচনা-ভঙ্গীর সাহায্য গ্রহণ করতে হবে মৌখিক রচনায় ছাত্রেরা সে সম্পর্কে অনেকখানি ধারণা লাভ করতে পারবে।

উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদের লিখিত রচনা শেখানোর উদ্দেশ্য হল তারা যাতে শিক্ষকের সাহায্য ছাড়াই স্বাধীনভাবে বাংলা ভাষায় নিজেদের বক্তব্য প্রকাশ করতে পারে তারজন্য তাদের প্রস্তুত করা। ছাত্রেরা বিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পূর্ণ করার আগেই যাতে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় শিক্ষককে বিশেষভাবে তার চেষ্টা করতে হবে। ছাত্রদের মধ্যে স্বাধীন লিখিত রচনার ক্ষমতার বিকাশ ঘটাবার জন্য শিক্ষককে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করতে হবে—(ক) প্রথমে শিক্ষক ছাত্রেরা কিভাবে রচনাটি লিখবে তার পরিকল্পনা রচনা করার ব্যাপারে তাদের সাহায্য করবেন। প্রয়োজন বোধে তিনি তাদের উপযুক্ত শব্দগুচ্ছ সরবরাহ করবেন এবং ছাত্রেরা কোন সমস্যার সম্মুখীন হ'লে তিনি তার সমাধান ক'রে দেবেন; (খ) বিষয়বস্তু নির্বাচন করার ব্যাপারে ছাত্রদের স্বাধীনতা দিতে হবে। তবে বিষয়বস্তুগুলি যেন ছাত্রদের নিজেদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয় সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে; (গ) রচনা লেখার সময় ছাত্রেরা তাদের নিজেদের প্রকাশভঙ্গী অনুসরণ করবে। ছাত্রেরা যেন তাদের বক্তব্য সাবলীলভাবে প্রকাশ করার চেষ্টা করে এবং তাদের রচনার যেন একটি **সূচনা, মধ্যভাগ ও পরিসমাপ্তি** থাকে শিক্ষককে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে; (ঘ) বিবরণমূলক (narrative), বর্ণনামূলক (descriptive), নাটকীয় (dramatic) এবং চিন্তামূলক (reflective)— এই চার প্রকার রচনা লেখার ব্যাপারে পৃথক পৃথকভাবে ছাত্রদের অনুশীলন করার সুযোগ দিতে হবে; (ঙ) ছাত্রেরা যাতে তাদের রচনাকে কতকগুলি অনুচ্ছেদে (paragraph) ভাগ ক'রে লিখতে পারে এবং বিভিন্ন অনুচ্ছেদের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করতে পারে তারজন্য তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে। বিরাম চিহ্নের উপযুক্ত ব্যবহার সম্পর্কেও ছাত্রদের শিক্ষা দিতে হবে; (চ) ছাত্রেরা উপরিউক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় শিক্ষা লাভ করার পর স্বাধীনভাবে রচনা লেখার চর্চা আরম্ভ করবে এবং শিক্ষকও বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর সাহায্যের মাত্রা ক্রমশঃ কমিয়ে আনবেন। এই প্রসঙ্গে একটা কথা শিক্ষককে মনে রাখতে হবে; তা হল, বিভিন্ন আনুষঙ্গিক বিষয়ে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের পূর্বে ছাত্রদের স্বাধীনভাবে রচনা লিখতে দিলে তার দ্বারা তারা বিশেষ লাভবান হতে পারবে না।

লিখিত রচনা

।। রচনা-শিক্ষার বিভিন্ন প্রক্রিয়া ।।

বিদ্যালয়ে ছাত্রদের মাতৃভাষা শেখানোর অন্যতম উদ্দেশ্য হল তাদের মধ্যে স্বাধীন রচনা শক্তির বিকাশ সাধন করা। মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের সূচনা কাল থেকে নিয়ন্ত্রিত রচনার (controlled composition) মাধ্যমে ধীরে ধীরে ছাত্রদের মধ্যে স্বাধীন রচনাশক্তির বিকাশ ঘটাবার চেষ্টা করতে হবে। স্বাধীন রচনার ক্ষমতা অর্জনের জন্য ছাত্রদের দুটি বিষয়ে পারদর্শী হওয়া প্রয়োজন। এই দুটি বিষয় হল—(১) সুস্পষ্টভাবে কোন বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করতে পারা; এবং

reproduction) —এক্ষেত্রে ছাত্রেরা নিজেদের ভাষায় কোন বিষয়বস্তু বর্ণনা করবে; যেমন সঙ্কেত-শব্দ (Key word) অবলম্বন ক'রে ছাত্রেরা পূর্বে পড়েছে এমন কোন গল্প বলতে পারে; গল্পটিতে তারা নিজেরা কিছু যোগ করতে পারে; বইয়ে পড়া কোন অভিজ্ঞতার অনুরূপ নিজের কোন অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে পারে; ইত্যাদি।

এই স্তরে ছাত্রেরা যাতে লিখিত রচনার মাধ্যমে স্বাধীনভাবে নিজেদের বক্তব্য প্রকাশ করতে পারে তার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। লিখিত রচনার মাধ্যমে স্বাধীনভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারা সময়-সাপেক্ষ ব্যাপার। এরজন্য ধাপে ধাপে ছাত্রদের প্রস্তুত করতে হবে। ছাত্রদের স্বাধীন রচনা লিখতে দেওয়ার আগে **সরল প্রতিলিপিকরণ** (simple transcription), **পরিবর্তিত প্রতিলিপিকরণ** (modified transcription) এবং **শ্রুতিলিখন** (dictation) —এই তিন রকমের অনুশীলনীর সাহায্যে তাদের প্রস্তুত ক'রে তুলতে হবে। সরল প্রতিলিপিকরণের মাধ্যমে ছাত্রেরা বিরামচিহ্নের ব্যবহার, শব্দের বানান ও ভাষার বিভিন্নরকমের প্রয়োগ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠবে। পরিবর্তিত প্রতিলিপিকরণের মাধ্যমে ছাত্রেরা কোন বাক্যের পুরুষ, বচন ও কালের পরিবর্তন ঘটিয়ে বাক্যটিকে নতুনভাবে লিখতে শিখবে। শ্রুতিলিখনের মাধ্যমে ছাত্রেরা শব্দের বানান, লেখার দ্রুততা, বিরাম-চিহ্নের ব্যবহার, প্রভৃতি বিষয়ে আরও বেশি দক্ষতা অর্জন করবে। এরপর ছাত্রদের মধ্যে স্বাধীন রচনা-শক্তির বিকাশ ঘটাবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করতে হবে—(ক) ব্ল্যাকবোর্ডের উপর একটি শিরোনাম (heading) কিংবা কতকগুলি সঙ্কেত শব্দ (Key word) লিখে ছাত্রদের ঐ শিরোনাম কিংবা সঙ্কেত-শব্দ অবলম্বনে সংক্ষেপে কিছু লিখতে দেওয়া যেতে পারে; (খ) রচনা-শক্তির বিকাশ ঘটাবার জন্য ছাত্রদের কোন বিষয় সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে চিন্তা করতে শেখাতে হবে এবং নিজের চিন্তাধারাকে উপযুক্ত শব্দ ও বাক্যের সাহায্যে যাতে তারা লিখিতভাবে প্রকাশ করতে পারে তারজন্য তাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতে হবে; (গ) লিখিত রচনায় পদবিন্যাস, অনুচ্ছেদ, বাক্যের গঠন, বক্তব্যের ধারাবাহিকতা, প্রভৃতির গুরুত্ব সম্পর্কে ছাত্রদের সচেতন ক'রে তুলতে হবে এবং অনুশীলনের মাধ্যমে এইসব বিষয়ে প্রয়োজনীয় দক্ষতা সৃষ্টি করতে হবে; (ঘ) ছাত্রদের সক্রিয় শব্দভাণ্ডার (active vocabulary) বৃদ্ধি করতে হবে, অর্থাৎ যে শব্দগুলি তারা স্বরচিত বাক্যে প্রয়োগ করতে পারে সেগুলির সংখ্যা বাড়াতে হবে; (ঙ) ছাত্রেরা যাতে শিক্ষকের সাহায্য ছাড়াই স্বাধীন রচনা লেখায় অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে তারজন্য তাদের উপযুক্ত সুযোগ দিতে হবে।

লিখিত রচনা

৩। উচ্চ পর্যায়ে রচনা শিক্ষাদানের পদ্ধতি ঃ

নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্রেরা এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই স্তরে লিখিত রচনার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হলেও মৌখিক রচনাকে একেবারে বর্জন করা চলবে না। কারণ ছাত্রদের চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটানো এবং ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতার উন্নতি সাধনের জন্য এই স্তরেও মৌখিক রচনার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীগুলিতে মৌখিক রচনার জন্য যেসব বিষয় নির্বাচন করতে হবে সেগুলির মধ্যে থাকবে— চিত্তাকর্ষক ঘটনার বর্ণনা, পরিচিত দৃশ্যের বর্ণনা, ছাত্রদের পরিচিত কোন সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা, ছাত্রদের সৃজনমূলক কল্পনাকে উদ্দীপিত

মৌখিক রচনা

নির্বাচিত বাক্য ব্যবহারে অভ্যস্ত ক'রে তুলবেন। কারণ বাক্যই হল মৌখিক রচনার একক (unit)। এই বাক্যগুলির গঠন সহজ থেকে শুরু ক'রে ক্রমশঃ জটিল আকারের হবে। মৌখিক রচনার সুবিধা হল এই যে এখানে ছাত্রদের ব্যবহৃত ভাষার ভুলগুলি খুব সহজে সংশোধন করে দেওয়া যায়।

প্রারম্ভিক পর্যায়ের প্রথমদিকে লিখিত রচনা শেখাবার জন্য কোন বস্তু কিংবা ছবি সম্পর্কে ছাত্রদের কতকগুলি বাক্য লিখতে বলা যেতে পারে। শিক্ষক ক্রমশঃ ছাত্রদের এইরূপ বাক্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে বলবেন। এই স্তরের শেষদিকে শিক্ষক ছাত্রদের কোন ছবির দৃশ্য কিংবা কোন ঘটনা বাংলা ভাষায় লিখে প্রকাশ করতে বলতে পারেন। এই স্তরে মৌখিক রচনার সঙ্গে লিখিত রচনার একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করতে পারলে ছাত্রদের পক্ষে লিখে মনের ভাব প্রকাশ করার কাজ অনেক সহজ হবে। কারণ মৌখিক রচনায় ব্যবহৃত বাক্যগুলি ছাত্রেরা লিখিত রচনায় ব্যবহার করতে পারবে। প্রারম্ভিক পর্যায়ে ছাত্রদের লিখিত রচনা শেখানোর জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করতে হবে— (১) লিখিত রচনায় যে সব কঠিন শব্দ ব্যবহৃত হতে পারে ছাত্রদের সেই শব্দগুলির বানান শেখাতে হবে; (২) লিখিত রচনায় যে সব বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ (phrase) ব্যবহৃত হতে পারে ছাত্রদের সেগুলি শেখাতে হবে; (৩) লিখিত রচনায় বাক্যের পদবিন্যাস সংক্রান্ত যে সব ব্যাকরণগত জ্ঞানের প্রয়োজন হতে পারে সে সম্পর্কে ছাত্রদের অবহিত করাতে হবে। এই স্তরের ছাত্রদের প্রধানতঃ নিয়ন্ত্রিত লিখিত • রচনার অনুশীলন করাতে হবে; যেমন—উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শিক্ষক ছাত্রদের একটি ছবি দেখিয়ে প্রথমে ছবিটির শিরোনাম (title) জিজ্ঞাসা করবেন, তারপর সেটি ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে দেবেন। এরপর তিনি ছাত্রদের এমন কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন যেগুলির উত্তর পরপর সাজিয়ে দিলে একটি রচনার আকার ধারণ করে। এই উত্তরগুলির মধ্যে যেসব ক্ষেত্রে বাক্যের গঠন একটু কঠিন সেগুলি তিনি ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে দেবেন। তারপর ব্ল্যাকবোর্ডের লেখা মুছে দিয়ে শিক্ষক ছাত্রদের রচনাটি লিখতে বলবেন।

লিখিত রচনা

২। মধ্যবর্তী পর্যায়ে রচনা শিক্ষাদানের পদ্ধতি ঃ

সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রেরা এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই স্তরে মৌখিক রচনা অপেক্ষা লিখিত রচনার উপর বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। তবে মৌখিক রচনার সাহায্যে ছাত্রেরা যাতে লিখিত রচনার বিষয়বস্তু ও ভাষা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ করতে পারে তার চেষ্টা করতে হবে। এই স্তরে মৌখিক রচনার মাধ্যমে ছাত্রেরা যাতে অবিচ্ছিন্নভাবে বাংলা ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা অর্জন করতে পারে তারজন্য বিশেষ যত্ন-সহকারে পাঠ-পরিকল্পনা রচনা করতে হবে। এই পরিকল্পনায় তিনটি স্তর থাকবে—(ক) **অপরিবর্তিত পুনরাবৃত্তি** (direct reproduction) —এক্ষেত্রে ছাত্রেরা শিক্ষকের কিংবা পাঠ্যপুস্তকের ভাষা কোনরূপ পরিবর্তন না ক'রে ব্যবহার করবে; (খ) **পরিবর্তিত পুনরাবৃত্তি** (modified reproduction)—এক্ষেত্রে ছাত্রেরা শিক্ষকের কিংবা পাঠ্যপুস্তকের ভাষা কিছুটা পরিবর্তন ক'রে ব্যবহার করবে; যেমন—ছাত্রেরা বাক্যের পুরুষ, রচনা-কাল, প্রভৃতি কিংবা ঘটনার ক্রম পরিবর্তন করতে পারে; এবং (গ) **স্বাধীন পুনরাবৃত্তি** (free

মৌখিক রচনা

যাওয়ার নীতি, জানা থেকে অজানায় যাওয়ার নীতি, মূর্ত বিষয় থেকে বিমূর্ত বিষয়ে যাওয়ার নীতি, বিশেষ বিষয় থেকে সাধারণ বিষয়ে যাওয়ার নীতি, প্রভৃতি। রচনার বিষয়বস্তু নির্বাচন এবং ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই নীতিগুলির যখন যেটি প্রয়োগ করা দরকার শিক্ষককে তখন সেটি প্রয়োগ করতে হবে। **পঞ্চমতঃ,** ছাত্রদের রচনা লেখার নিয়ম শেখানো অপেক্ষা তারা যাতে অনুশীলনের মাধ্যমে রচনা লেখার অভ্যাস গঠন করতে পারে তার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। **ষষ্ঠতঃ,** ছাত্রদের ভাষাগত দক্ষতার উন্নতি ঘটাবার জন্য বাংলা ভাষার বিশিষ্ট রীতির সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় ঘটাতে হবে। বাংলা ভাষার কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে; যেমন—দিয়ে দেওয়া, ক'রে ফেলা, নিয়ে নেওয়া, প্রভৃতি যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার; ফল-টল, বোকা-সোকা, গাছ-টাছ, প্রভৃতি শব্দ-দ্বিত্বের ব্যবহার; মুখ করা, চোখ টেপা, কান পাতা, প্রভৃতি শব্দের বিশিষ্ট প্রয়োগ; ইত্যাদি। বাংলা ভাষার এই বৈশিষ্ট্যগুলি আয়ত্ত ক'রে ছাত্রেরা যাতে রচনার একটি নিজস্ব রীতি (style) গ'ড়ে তুলতে পারে সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। ছাত্রদের মধ্যে কৃত্রিমভাবে অপরের প্রকাশ-ভঙ্গী নকল করার প্রবণতা দেখা দিলে তা দূর করার চেষ্টা করতে হবে। **সপ্তমতঃ,** ছাত্রদের রচনা রীতির উৎকর্ষ সাধনের জন্য তাদের প্রসিদ্ধ লেখকদের উৎকৃষ্ট গদ্যরচনা পড়তে উৎসাহ দিতে হবে। **অষ্টমতঃ,** ছাত্রদের মধ্যে যে জন্মগত আত্মপ্রকাশের তাগিদ রয়েছে তাকে স্বাভাবিক পথে বিকাশ লাভ করার সুযোগ দিতে হবে এবং রচনাকে যাতে ছাত্রেরা নিজেদের আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করতে পারে তারজন্য তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

।। রচনা-শিক্ষাদানের পদ্ধতি।।

বাংলা রচনা শিক্ষাদানের উপরিউক্ত নীতিগুলির উপর ভিত্তি ক'রে রচনা শিক্ষার যে আধুনিক পদ্ধতি গ'ড়ে উঠেছে তার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন। বিদ্যালয়ে ছাত্রদের রচনা শিক্ষাদানের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রদের নিম্নলিখিত তিনটি পর্যায়ে ভাগ ক'রে তাদের মৌখিক ও লিখিত রচনা শেখাবার ব্যবস্থা করতে হবে—(১) প্রারম্ভিক পর্যায় (Initial stage); (২) মধ্যবর্তী পর্যায় (Middle stage); (৩) উচ্চ পর্যায় (High stage)।

১। প্রারম্ভিক পর্যায়ে রচনা শিক্ষাদানের পদ্ধতি ঃ—

পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রেরা এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই স্তরে লিখিত রচনা অপেক্ষা মৌখিক রচনার উপর বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। মৌখিক রচনা দু'প্রকারের হতে পারে — নিয়ন্ত্রিত (controlled) মৌখিক রচনা এবং স্বাধীন (free) মৌখিক রচনা। নিয়ন্ত্রিত মৌখিক রচনার ক্ষেত্রে ছাত্রেরা প্রধানতঃ শিক্ষকের ব্যবহৃত ভাষা কিংবা পাঠ্যপুস্তকের ভাষার পুনরাবৃত্তি করে; আর স্বাধীন মৌখিক রচনার ক্ষেত্রে ছাত্রেরা নিজেদের ভাষায় তাদের বক্তব্য বিষয় প্রকাশ করে। এই স্তরের প্রথম দিকে ছাত্রেরা নিয়ন্ত্রিত মৌখিক রচনা অভ্যাস করবে। আর এই স্তরের শেষদিকে শিক্ষক ছাত্রদের মধ্যে স্বাধীনভাবে মৌখিক রচনার অভ্যাস গ'ড়ে তোলার চেষ্টা করবেন। নিয়ন্ত্রিত মৌখিক রচনার ক্ষেত্রে শিক্ষক বাংলা ভাষা ব্যবহারের উপযুক্ত পরিবেশ রচনা ক'রে ছাত্রদের কিছু

মৌখিক রচনা

।। ব্যাকরণ-শিক্ষাদানের কার্যকরী পদ্ধতি।।

ব্যাকরণ শিক্ষাকে ছাত্রদের নিকট আকর্ষণীয় ক'রে তোলার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করা প্রয়োজন ঃ—

(ক) কথাবলা ও বইপড়ার ক্ষেত্রে ছাত্রেরা যে পরিমাণ ভাষাগত দক্ষতা অর্জন করেছে তার চেয়ে অগ্রিমভাবে তাদের ব্যাকরণের নিয়ন-কানুন শেখানো চলবে না।

(খ) পঞ্চম শ্রেণীর পূর্বে ছাত্রদের বাংলা ব্যাকরণ শেখানো চলবে না। প্রথম দিকে ছাত্রদের তত্ত্বমূলক ব্যাকরণ (Theoretical Grammar) না শিখিয়ে বাংলা ভাষাকে শুদ্ধভাবে ব্যবহার করার জন্য ব্যাকরণের যেটুকু নিয়ম-কানুন জানা প্রয়োজন কেবল সেইটুকু ব্যাকরণের জ্ঞান দেবার চেষ্টা করতে হবে। অর্থাৎ ব্যাকরণ শিক্ষার সূচনায় তত্ত্বমূলক ব্যাকরণের পরিবর্তে ছাত্রদের ব্যবহারিক ব্যাকরণ (Functional Grammar) শেখাবার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

(গ) ব্যাকরণের নিয়ম-কানুন শেখাবার সময় আরোহ পদ্ধতির প্রয়োগ করতে হবে, আর নিয়ম-কানুনগুলি শেখা হয়ে গেলে ছাত্রেরা যখন সেগুলি নতুন কোন পরিস্থিতিতে কাজে লাগাতে চাইবে তখন তারা অবরোহ পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করবে। ["Teach grammar inductively and apply it deductively"– D. C. Wren]

(ঘ) বাংলা ব্যাকরণের সেই সমস্ত বিষয় ছাত্রদের পড়াতে হবে যেগুলি আয়ত্ত করলে ছাত্রদের বাংলা ভাষা ব্যবহারের দক্ষতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে পারে।

(ঙ) পরিশেষে, ছাত্রদের বাংলা ব্যাকরণ শেখাবার সময় একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। সেটা হল, ব্যাকরণের যে-কোন জিনিসই ছাত্রদের শেখানো হোক না কেন তা যেন সম্যকরূপে (thoroughly) শেখানো হয়। ছাত্রেরা যে ব্যাকরণকে অপছন্দ করে তার একটা বড় কারণ হল তারা বিষয়টি ভাল ভাবে বুঝতে পারে না। যদি আমরা ছাত্রদের আগ্রহ, কৌতূহল ও বুদ্ধিবৃত্তিকে ঠিকমত কাজে লাগিয়ে আরোহ পদ্ধতির সাহায্যে তাদের বাংলা ব্যাকরণ শেখাতে পারি তাহলে তারা ব্যাকরণ শিখতে আনন্দবোধ করবে এবং সঠিকভাবে ব্যাকরণের জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হবে।[১]

।। ব্যাকরণ-শিক্ষাদানকে ফলপ্রসূ করার উপায়।।

বিদ্যালয়ে ব্যাকরণ শিক্ষাদানকে সার্থক ও ফলপ্রসূ করে তোলার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করতে হবে ঃ—

১। '... What is done should be done thoroughly. A great deal of the dislike that pupils have for grammar lies just here. They do not understand it. They do not understand it because they have not been taught it thoroughly and when we do not understand a subject we begin to dislike it. It is far better to do a small amount of grammar and do it thoroughly than to cover a large field... If grammar is taught thoroughly the children will enjoy it, especially if the inductive method is used. Also they will have a firm foundation for advanced work."
–W. M. Ryburn

করতে ভালবাসে। ব্যাকরণ শিক্ষাদানের জন্য অবরোহ পদ্ধতি অবলম্বন করা হলে ছাত্রদের উদ্যোগকে খর্ব করা হয় এবং শিক্ষাগ্রহণের ব্যাপারে ছাত্রেরা তাদের নিজেদের চিন্তা-শক্তি ও বিচার ক্ষমতাকে প্রয়োগ করার কোন সুযোগ পায় না।

।। সাত।। আরোহ পদ্ধতি (Inductive Method) ঃ অবরোহ পদ্ধতির বিভিন্ন ত্রুটিবিচ্যুতির কথা বিবেচনা ক'রে বর্তমানে ব্যাকরণ শিক্ষাদানের জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তাকে আরোহ পদ্ধতি বলে। তর্কশাস্ত্রে বিশেষ সত্য থেকে সাধারণ সত্যে উপনীত হওয়াকে আরোহণ প্রক্রিয়া বলা হয়। আরোহ পদ্ধতি অনুযায়ী ব্যাকরণ শিক্ষাদান করতে হলে, প্রথমে পাঠ্যপুস্তক থেকে ব্যাকরণের কোন নিয়ম রূপায়িত হয়েছে এমন কিছু উদাহরণ সংগ্রহ করতে হবে। তারপর ঐ উদাহরণগুলি ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে, সেগুলি সম্পর্কে ছাত্রদের এমনভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হবে যাতে ঐ উদাহরণগুলির মধ্যে ব্যাকরণের যে নিয়মটি রূপায়িত হয়েছে ছাত্রেরা সে সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। তারপর ঐ তথ্যগুলিকে বিশ্লেষণ ক'রে ছাত্রেরা নিজেরাই ব্যাকরণের অভীষ্ট নিয়মটি গঠন করতে সক্ষম হবে। আরোহ পদ্ধতিতে ছাত্রদের উপর ব্যাকরণের নিয়ম-কানুনগুলি বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয় না। এই নিয়ম-কানুনগুলি তারা নিজেরাই তৈরী করে ব'লে এগুলি তাদের অন্ধভাবে মুখস্থ করতে হয় না, অথচ এই নিয়ম-কানুনগুলি তারা বেশ ভালভাবেই আয়ত্ত করতে পারে। এই কারণে ছাত্রদের মধ্যে বাংলা ব্যাকরণের জ্ঞান সঠিকভাবে সৃষ্টি করার জন্য আরোহ পদ্ধতিকে সর্বাধিক উপযোগী পদ্ধতি ব'লে মনে করা হয়। ব্যাকরণ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে আরোহ পদ্ধতির উপযোগিতার অন্যান্য যেসব কারণ রয়েছে সেগুলি হল—(১) এই পদ্ধতিতে ছাত্রদের বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রাথমিক শর্ত হিসাবে ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়া হয় না। ছাত্রেরা ভাষা ব্যবহারের দিক দিয়ে কিছুটা অগ্রসর হলে তবেই তাদের ব্যাকরণ শেখাবার ব্যবস্থা করা হয়। (২) এই পদ্ধতিতে ব্যাকরণ ও পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে একটি ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপন ক'রে ছাত্রদের ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়া হয়। এরজন্য বিশেষ ধরনের পাঠ্যপুস্তক রচনা করা হয় যাতে ছাত্রদের ব্যাকরণের যেসব নিয়ম-কানুন শেখাতে হবে সেগুলির যথাযথ প্রয়োগ দেখানো হয়েছে। (৩) এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের মনোবিজ্ঞানসম্মত নীতিগুলি, যেমন—জানা থেকে অজানায় যাওয়ার নীতি, সরল বিষয় থেকে জটিল বিষয়ে যাওয়ার নীতি, বিশেষ বিষয় থেকে সাধারণ বিষয়ে যাওয়ার নীতি, প্রভৃতি প্রয়োগ করা হয় বলে এই পদ্ধতিকে মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি আখ্যা দেওয়া হয়। (৪) এই পদ্ধতি ছাত্রদের চিন্তাশক্তি ও বিচার শক্তিকে উজ্জীবিত করে। এখানে ছাত্রেরা নিজেরাই ব্যাকরণের সূত্র উদ্ভাবনে নিযুক্ত থাকে বলে কখনই নিষ্ক্রিয় শ্রোতায় পরিণত হয় না। এই পদ্ধতির সাহায্যে ব্যাকরণ শিক্ষা দিলে ছাত্রেরা ব্যাকরণের নিয়ম-কানুনগুলি ভালভাবে আয়ত্ত করতে পারে। (৫) এই পদ্ধতির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এর দ্বারা ব্যাকরণ পাঠের একঘেয়েমী অনেক পরিমাণে দূর হয়।

তবে আরোহ পদ্ধতির একটিমাত্র অসুবিধা হল এই যে এই পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষাদান করতে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন হয়। সেইজন্য এই পদ্ধতি অনুসরণ করার সময় অযথা সময়ের অপচয় যাতে না ঘটে সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে।

ব্যাকরণ শিক্ষায় তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই পদ্ধতির কিছু কিছু ত্রুটিও রয়েছে। এই ত্রুটিগুলি হল—(১) এই পদ্ধতির সাহায্যে ব্যাকরণের যেসব বিষয়গুলি ছাত্রদের জানা দরকার সেগুলি ধারাবাহিকভাবে তাদের শেখানো যায় না; (২) এই পদ্ধতির সাহায্যে ছাত্রদের ব্যাকরণ শেখাতে অনেক বেশি সময় লাগে এবং (৩) এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে ব্যাকরণের অনেক বিষয় ছাত্রদের শেখাবার সুযোগ পাওয়া যায় না।

।। পাঁচ।। বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Analytic Method) ঃ এই পদ্ধতিতে ব্যাকরণের সূত্রগুলিকে ছাত্রদের মুখস্থ করতে না ব'লে সেগুলি তাদের বিশ্লেষণ করতে বলা হয়। ছাত্রেরা ব্যাকরণের সূত্রগুলিকে বিশ্লেষণ ক'রে এবং উদাহরণের সাহায্যে সেগুলির যৌক্তিকতা বিচার ক'রে ঐ সূত্রগুলির অর্থ উপলব্ধি করার চেষ্টা করে। এই পদ্ধতিতে ব্যাকরণ শিক্ষা করা বুদ্ধিমান ছাত্রদের পক্ষে আকর্ষণীয় হলেও স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্রদের কাছে এই পদ্ধতিটি বেশ কঠিন ব'লে মনে হয় এবং ব্যাকরণ সম্পর্কে তাদের মনে একটা ভীতির সঞ্চার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

।। ছয়।। অবরোহ পদ্ধতি (Deductive Method) ঃ বিদ্যালয়ে ছাত্রদের ব্যাকরণ শেখাবার জন্য বহুদিন যাবৎ যে পদ্ধতিটি শিক্ষাক্ষেত্রে প্রচলিত ছিল তার নাম **অবরোহ পদ্ধতি**। এই ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতিতে ব্যাকরণ শিক্ষাদানের জন্য অবরোহণের নীতি (Principle of deduction) প্রয়োগ করা হয়। এই নীতির মূল কথা হল সাধারণ সত্য থেকে বিশেষ সত্যে উপনীত হওয়া; যেমন 'মানুষ মরণশীল'—এটি একটি সাধারণ সত্য। এই সত্য থেকে আমরা 'রাম একজন মানুষ, অতএব সে মরণশীল' এই বিশেষ সত্যে উপনীত হতে পারি। অবরোহ পদ্ধতি অনুযায়ী ব্যাকরণ শিক্ষাদান করার সময় 'সূত্র'কে সাধারণ সত্য, আর 'উদাহরণ'কে বিশেষ সত্য হিসাবে গণ্য করা হয়। এই পদ্ধতিতে প্রথমে ছাত্রদের সামনে ব্যাকরণের কোন সূত্রকে উপস্থিত করা হয়, তার পর উদাহরণের সাহায্যে কিভাবে ঐ সূত্রের প্রয়োগ ঘটেছে ছাত্রদের তা দেখানো হয়। এই পদ্ধতির সাহায্যে ব্যাকরণ শিক্ষা দিলে ছাত্রদের অন্ধভাবে ব্যাকরণের সূত্র মুখস্থ করতে হয় এবং সেইজন্য তারা এই সূত্রগুলির ব্যবহারিক মূল্য উপলব্ধি করতে পারে না। অবরোহ পদ্ধতিতে ছাত্রেরা বিভিন্ন উদাহরণ পরীক্ষা ক'রে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সুযোগ পায় না। একটি বিশেষ ধারণার উপর ভিত্তি ক'রে এই পদ্ধতিটি গ'ড়ে উঠেছে। এই ধারণাটি হল এই যে, ছাত্রেরা যদি ব্যাকরণের নিয়ম-কানুন আয়ত্ত করতে পারে তাহলে তারা নির্ভুলভাবে বাংলা ভাষা বলতে ও লিখতে সক্ষম হবে। সেইজন্য এই পদ্ধতিতে ছাত্রদের আগে থেকে ব্যাকরণের নিয়ম-কানুন শিখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে ব্যাকরণের পাঠ্যসূচীতে অনেক অপ্রয়োজনীয় বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।

অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থীদের পক্ষে অবরোহ পদ্ধতি মোটেই উপযোগী নয়। কারণ এই পদ্ধতি ছাত্রদের মুখস্থ বিদ্যার উপর খুব বেশি পরিমাণে নির্ভর করে। তাছাড়া এই পদ্ধতির সাহায্যে ব্যাকরণ শিক্ষা দিলে ছাত্রেরা নিষ্ক্রিয় শ্রোতায় পরিণত হয় এবং ব্যাকরণ শিক্ষার প্রতি কোনরূপ আগ্রহবোধ করে না। সেইজন্য এই পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে অমনোবৈজ্ঞানিক। এই পদ্ধতি অনুযায়ী ব্যাকরণ শিক্ষা দিলে ব্যাকরণ পাঠ নীরস ও প্রাণহীন হয়ে পড়ে। অবরোহ পদ্ধতির আরও অসুবিধা হল এই যে, এখানে শিক্ষক বিমূর্ত (abstract) বিষয় থেকে মূর্ত (concrete) বিষয়ের দিকে অগ্রসর হন; কিন্তু ছাত্রেরা বিমূর্ত বিষয়ে যাবার আগে মূর্ত বিষয় নিয়ে চর্চা

কিভাবে ঘটেছে তা বোঝবার চেষ্টা করে। ব্যাকরণ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটি বহু প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত হয়ে আসছে। ব্যাকরণ রচয়িতারা সূত্রের আকারে ভাষার ব্যবহার-সংক্রান্ত তাঁদের সিদ্ধান্তগুলি লিপিবদ্ধ করেন ব'লে এই পদ্ধতিকে সিদ্ধান্ত পদ্ধতিও আখ্যা দেওয়া হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটি বহুদিন যাবৎ প্রচলিত থাকলেও এটির গুণ অপেক্ষা দোষের মাত্রাই অপেক্ষাকৃত বেশী। সূত্র-পদ্ধতির সুবিধা এই যে এই পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষক অপেক্ষাকৃত কম সময়ে ছাত্রদের ব্যাকরণের অনেক নিয়ম-কানুন শেখাতে পারেন। কিন্তু এই পদ্ধতির ত্রুটিগুলি হল—(১) এই পদ্ধতিতে শিক্ষাগ্রহণ করলে ব্যাকরণ শিক্ষার প্রতি ছাত্রেরা কোনরূপ আকর্ষণ বোধ করে না এবং বিষয়টি তাদের কাছে নীরস ব'লে মনে হয়; (২) এই পদ্ধতিতে ব্যাকরণের অনেক সূত্রই ছাত্রদের না বুঝে মুখস্থ করতে হয়; (৩) এই পদ্ধতির দ্বারা লব্ধ জ্ঞান ছাত্রেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারে না; (৪) এই পদ্ধতিটি বিজ্ঞানসম্মত নয় এবং মনস্তত্ত্বসম্মতও নয়।

।। দুই ।। ব্যাকরণ-পাঠ্যপুস্তক পদ্ধতি (Text-Book Method) ঃ এই পদ্ধতিতে প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য ব্যাকরণের যে পাঠ্যপুস্তক নির্ধারিত থাকে সেগুলির সাহায্যে শিক্ষক ছাত্রদের ব্যাকরণের বিভিন্ন নিয়ম-কানুন শেখানোর ব্যবস্থা করেন। এই পদ্ধতির ভালমন্দ পাঠ্যপুস্তকের মানের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। এই পদ্ধতির সুবিধা হল —এখানে শিক্ষক ব্যাকরণ-পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত ব্যাকরণের বিভিন্ন নিয়ম-কানুনগুলি ছাত্রদের দিয়ে মুখস্থ করিয়ে নিয়ে তাঁর দায়িত্ব পালন করতে পারেন। এতে শিক্ষকের কাজের সুবিধা হলেও ছাত্রদের পক্ষে এই পদ্ধতি বিশেষ উপযোগী নয়। কারণ এই পদ্ধতিতে ছাত্রদের মুখস্থবিদ্যার উপর খুব বেশি পরিমাণে নির্ভর করতে হয় ব'লে তারা ব্যাকরণ-শিক্ষার প্রতি বিশেষ আগ্রহ বোধ করে না।

।। তিন।। ভাষা-পদ্ধতি (Language Method) ঃ এই পদ্ধতিতে সাহিত্য পড়াবার সময় ভাষাকে বিশ্লেষণ ক'রে ছাত্রদের ব্যাকরণের বিভিন্ন নিয়মকানুন শেখানো হয়। এখানে ব্যাকরণ শেখাবার জন্য পৃথক কোন পুস্তক ব্যবহার করা হয় না। ভাষা-পদ্ধতিতে ছাত্রেরা প্রশ্নোত্তর, আলাপ-আলোচনা, রচনা-লেখা, প্রভৃতির সাহায্যে ভাষার মধ্যে ব্যাকরণের যেসব সূত্রগুলি নিহিত থাকে সেগুলি খুঁজে বের করার চেষ্টা করে এবং শুদ্ধভাবে ভাষার ব্যবহার করতে শেখে। এই পদ্ধতির সুবিধা এই যে ভাষা-শিক্ষার প্রথমদিকে এই পদ্ধতির সাহায্যে ছাত্রদের ভালভাবে ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়া যায়। কিন্তু এই পদ্ধতির কিছু কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। এই পদ্ধতির প্রধান ত্রুটি হল, এর সাহায্যে ব্যাকরণের প্রয়োজনীয় নিয়ম-কানুনগুলি শেখানো সম্ভব হয় না। তাছাড়া এই পদ্ধতির সাহায্যে ছাত্রদের ব্যাকরণ শিখতে অনেক সময় লেগে যায়। এই পদ্ধতিটি ব্যাকরণ শিক্ষায় আংশিকভাবে সাহায্য করলেও এটিকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পদ্ধতি হিসেবে মেনে নেওয়া যায় না।

।। চার।। প্রাসঙ্গিক পদ্ধতি (Contextual Method) ঃ ভাষা শেখাবার সময় প্রসঙ্গক্রমে ব্যাকরণের যে বিষয়গুলি এসে পড়ে ছাত্রদের সেগুলি শেখানোকেই প্রাসঙ্গিক পদ্ধতি বলা হয়। বর্তমানে যে পাঠ্যক্রম প্রচলিত আছে তাতে Textual grammar নামে ব্যাকরণ শেখাবার যে ব্যবস্থা আছে তাকে প্রাসঙ্গিক পদ্ধতিরই নামান্তর বলা যেতে পারে। এই পদ্ধতির সাহায্যে ব্যাকরণ শেখালে ছাত্রেরা ব্যাকরণ শিক্ষার উপযোগিতা সহজেই উপলব্ধি করতে পারে এবং

।। ব্যাকরণ-শিক্ষাদানের সমস্যা।।

ব্যাকরণ পড়ানোর ব্যাপারে বিদ্যালয়ে নানারকম সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই সমস্যাগুলি হলঃ

।। এক।। ছাত্রেরা ব্যাকরণ পড়তে বিশেষ আগ্রহ বোধ করে না। ব্যাকরণ তাদের কাছে খুবই নীরস এবং কঠিন বিষয় ব'লে মনে হয়। ব্যাকরণ পড়বার সময় ছাত্রদের অনেক সূত্র এবং নিয়ম-কানুন ভালভাবে না বুঝেই মুখস্থ করতে হয়। সেইজন্য তারা ব্যাকরণ পাঠের সার্থকতা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারে না। এই কারণে ব্যাকরণ তাদের কাছে জীবনের সঙ্গে সম্পর্কবর্জিত একটি কৃত্রিম বিষয় বলে মনে হয়। এর সঙ্গে পরীক্ষার ভীতি যুক্ত হয়ে ব্যাকরণ পাঠের প্রতি ছাত্রদের মনে এমন এক বিতৃষ্ণার জন্ম দেয় যা দূর করা শিক্ষকের পক্ষে অনেক সময় দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।

।। দুই।। বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রদের উপযোগী ভাল ব্যাকরণ বইয়ের অভাবও ব্যাকরণ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সৃষ্টি করে। কোন্ শ্রেণীতে ব্যাকরণের কোন্ কোন্ বিষয়ের কতটুকু অংশ পড়ানো হবে সে সম্পর্কে পাঠ্যক্রম রচয়িতাদের কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ না থাকায় ব্যাকরণ বইয়ের লেখকেরা প্রায়ই প্রয়োজনের অতিরিক্ত তথ্যভারে বইগুলিকে ভারাক্রান্ত করেন। তার ফলে ব্যাকরণ বইয়ের অন্তর্ভুক্ত পাঠ্যবিষয়গুলি ছাত্রদের কাছে বোঝাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।

।। তিন।। ব্যাকরণ শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষকেরা এখনও অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরাতন অবরোহ পদ্ধতি (Deductive method) অবলম্বন ক'রে থাকেন।

এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করার জন্য ছাত্রদের কাছে ব্যাকরণ-শিক্ষা খুবই যান্ত্রিক ও কৃত্রিম বলে মনে হয়। কারণ এক্ষেত্রে ছাত্রদের ভালভাবে না বুঝেই ব্যাকরণের সূত্রগুলি মুখস্থ করতে হয়।

।। চার ।। ব্যাকরণ পড়ানোর ব্যাপারে অন্যান্য সমস্যাগুলি হল উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব, খাঁটি বাংলা ব্যাকরণ বইয়ের অভাব, সময়-পত্রিকায় (time table) ব্যাকরণকে উপযুক্ত গুরুত্ব না দেওয়া, ব্যাকরণ শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা-সহায়ক উপকরণের অভাব, ইত্যাদি। এই সমস্ত সমস্যার যথাযথ সমাধান করতে না পারলে ব্যাকরণ শিক্ষাকে কখনই ছাত্রদের কাছে আকর্ষণীয় ক'রে তোলা সম্ভবপর হবে না।

।। ব্যাকরণ-শিক্ষাদানের বিভিন্ন পদ্ধতি।।

ব্যাকরণ শিক্ষাদানের জন্য প্রাচীনকাল থেকে বিদ্যালয়ে বিভিন্ন প্রকার পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়ে আসছে। এই পদ্ধতিগুলির মধ্যে সূত্র পদ্ধতি, ভাষা-পদ্ধতি, পাঠ্যপুস্তক পদ্ধতি, বিশ্লেষণ-পদ্ধতি, আরোহ পদ্ধতি, অবরোহ পদ্ধতি, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। নিচে এই পদ্ধতিগুলির দোষগুণ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে ঃ

।। এক।। **সূত্র-পদ্ধতি** (Formula Method) ঃ এই পদ্ধতিতে ছাত্রদের বারবার আবৃত্তি ক'রে ব্যাকরণের সূত্রগুলি মুখস্থ করতে হয়। ব্যাকরণ বইগুলিতে প্রত্যেক সূত্রের সঙ্গে উদাহরণ দেওয়া থাকে। ছাত্রেরা সূত্রগুলি মুখস্থ করার পর উদাহরণগুলির মধ্যে সূত্রগুলির প্রয়োগ

কোন বক্তব্যবিষয় ছন্দোবদ্ধ আকারে প্রকাশিত হয়। গদ্য অথবা prose কাকে বলে সে সম্পর্কে C.O.D-তে যে সংজ্ঞা দেওয়া আছে তা হল— Prose is "ordinary non-metrical form of written or spoken language"; আর কবিতা অথবা Poetry সম্পর্কে এইরূপ সংজ্ঞা দেওয়া আছে—Poetry is "elevated expression of elevated thought or feeling in metrical form"। অতএব গদ্য এবং কবিতার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হল—(১) গদ্যের প্রকাশভঙ্গীতে কবিতার মতন ছন্দের বন্ধন থাকে না এবং তা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত ভাষার অনুগামী হয়; এবং (২) গদ্যে রচিত বক্তব্যবিষয় যেখানে যুক্তি, তর্ক ও আলোচনার সাহায্যে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করা হয়, সেখানে কবিতায় রচিত বক্তব্যবিষয়ে কবির উপলব্ধিসঞ্জাত অনুভূতিরই প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।

এখন গদ্য ও কবিতার উপরিউক্ত সংজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে কবিতাপাঠ ও গদ্যপাঠের লক্ষ্যের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কি সে সম্পর্কে আমাদের আলোচনা করতে হবে। কবিতা পাঠের মাধ্যমে ছাত্রদের সৌন্দর্যানুভূতির বিকাশ ঘটে এবং তাদের আত্মিক উন্নতি সাধিত হয়। ছাত্রদের মধ্যে নানারকম অমার্জিত প্রবৃত্তি ও আবেগ রয়েছে। কবিতার মহৎ ভাবের সংস্পর্শে এসে তাদের মনের ঐসব অমার্জিত প্রবৃত্তি ও আবেগের উদ্‌গতি (Sublimation) ঘটে। অতএব কবিতা পাঠের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হল জীবন সম্পর্কে কবির গভীর উপলব্ধির সংস্পর্শে এনে ছাত্রদের আত্মিক উন্নতি সাধন করা এবং তাদের এক অলৌকিক আনন্দের আস্বাদলাভ করতে সাহায্য করা। কবিতা পাঠের উদ্দেশ্য ভাষাশিক্ষা করা নয়— কবিতা পাঠের মাধ্যমে ছাত্রেরা কাব্যরস আস্বাদন করে। অপরপক্ষে গদ্যপাঠের প্রধান উদ্দেশ্য হল ছাত্রদের ভাষাজ্ঞান এবং ব্যবহারিক জীবনে কথ্য ও লিখিতভাবে মাতৃভাষা কিংবা অন্য কোন ভাষা ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি করা। অতএব কবিতাপাঠ ও গদ্যপাঠের লক্ষ্যের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হল কবিতাপাঠ যেখানে ছাত্রদের আত্মিক উন্নতি সাধন করতে এবং তাদের মনে এক অলৌকিক আনন্দের সঞ্চার করতে সাহায্য করে, সেখানে গদ্যপাঠ ছাত্রদের মৌখিক ও লিখিতভাবে ভাষা ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি করে।

অনুশীলনী

১। কবিতা-পাঠের উদ্দেশ্য কি? কবিতা-পাঠের উদ্দেশ্য পূরণের বিচারে সর্বাধিক ফলপ্রসূ পদ্ধতি সম্পর্কে আপনার যুক্তিগ্রাহ্য মতামত লিপিবদ্ধ করুন। [C. U. B. Ed. 1981]

২। কবিতা-পাঠের উদ্দেশ্য ও আধুনিক পাঠদান-রীতি সম্বন্ধে আলোচনা করুন। [C. U. B. Ed. 1984]

৩। কাব্যপাঠের উদ্দেশ্য কি? এই উদ্দেশ্য রূপায়িত করতে গেলে কোন্ পদ্ধতি অনুসরণ করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন? [C. U. B. Ed. 1986]

৪। মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমে কবিতার অন্তর্ভুক্তি শিক্ষাতত্ত্বের বিচারে যুক্তিসঙ্গত কিনা আলোচনা করুন। কবিতা পড়াবার জন্য শিক্ষক ও শিক্ষিকার কোন বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী গঠনের প্রয়োজন আছে কি? আপনার যুক্তিপূর্ণ অভিমত দিন। [C. U. B. Ed. 1989]

৫। কবিতা-পাঠের লক্ষ্য আর গদ্য-পাঠের লক্ষ্য কি এক? কবিতা ও গদ্য পাঠের রীতির

তারা যাতে লাইব্রেরী থেকে প্রসিদ্ধ লেখকদের লেখা উন্নত-মানের সাহিত্যগুণসম্পন্ন রচনাসমূহ পড়বার অভ্যাস গ'ড়ে তুলতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

কবিতার ক্ষেত্রে রসাস্বাদন বলতে বোঝায়, কবির গভীর অনুভূতি ও উপলব্ধি যা বিশিষ্ট-শব্দ-ব্যবহার, প্রকাশভঙ্গী, ছন্দ ও প্রতীকের মাধ্যমে কবিতার আকারে প্রকাশিত হয়েছে তা পাঠ ক'রে আনন্দ লাভ করা এবং কবিতা রচনার সময় কবির মনে যে এক অনির্বচনীয় হৃদয়াবেগের সৃষ্টি হয়েছিল তার সঙ্গে একাত্মতা বোধ করা। কবিতার রসাস্বাদনের মাধ্যমে আমাদের মন এক অলৌকিক আনন্দের জগতে প্রবেশ করে এবং তারফলে আমাদের মধ্যে যে সুকুমার বৃত্তিগুলি রয়েছে সেগুলি আরও পরিমার্জিত হয়। এছাড়া মানব-জীবনের মহৎ ভাব ও আদর্শগুলি কাব্যপাঠের মাধ্যমে আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। তবে মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রদের পক্ষে কবিতার গভীর রসোপলব্ধি সম্ভবপর নয়। সেইজন্য বিদ্যালয় শিক্ষার স্তরে ছন্দের শ্রুতিমাধুর্য, শব্দ-প্রয়োগের চমৎকারিত্ব, প্রকাশভঙ্গীর বিশেষত্ব, বক্তব্য-বিষয় কিংবা বর্ণনার মনোহারিত্ব, প্রভৃতি উপভোগ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

কবিতা পড়াবার সময় কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের প্রতি ছাত্রদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে হবে। কবিতায় ব্যবহৃত শব্দগুলি গদ্যরচনায় ব্যবহৃত শব্দের মত সাধারণ শব্দ নয়। এই শব্দগুলির সাহায্যে কবির একটি বিশেষ মুহূর্তের রসানুভূতি কবিতার আকারে বহিঃপ্রকাশ লাভ করে। যে কোন ভাষায় ব্যবহৃত অধিকাংশ শব্দের সাধারণতঃ দুইটি অর্থ থাকে—একটি হল বাচ্যার্থ অথবা সহজ অর্থ; আর অপরটি হল ব্যঙ্গ্যার্থ অথবা গূঢ় অর্থ। কবিতায় ব্যবহৃত অধিকাংশ শব্দ সাধারণতঃ ব্যঙ্গ্যার্থেই ব্যবহৃত হয়। কাজেই কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের বিশেষত্বের প্রতি প্রথম থেকেই ছাত্রদের সচেতন ক'রে তুলতে হবে। কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের বিশেষত্ব সম্পর্কে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন, "কবিচিত্তের এই রসময়ী বিশেষ বাণী যখন আবার সেই জাতীয় বাণীকে সুষ্ঠুরূপে এবং অতি সুকুমাররূপে প্রকাশ করিতে পারে এমন শব্দ দ্বারা প্রকাশিত হয় তখনই তাহা যথার্থ সাহিত্য হয় এবং তখনই তাহা আমাদের একটা অলৌকিক চেতনচমৎকারিতার কারণ হয়।"

কবিতার রসাস্বাদনের জন্য শিক্ষককে অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে ছাত্রদের পরিচালিত করতে হবে কারণ অল্পবয়স্ক ছাত্রদের পক্ষে কেবল নিজের চেষ্টায় কবিতার রসাস্বাদন করা সম্ভব নয়। সেইজন্য শিক্ষককে কবিতার ব্যঙ্গ্যার্থবোধক শব্দ, ছন্দ-বৈচিত্র্য, পদলালিত্য, প্রকাশভঙ্গীর মাধুর্য, ভাব-কল্পনা, প্রভৃতির প্রতি তাদের মনোযোগ এমনভাবে আকর্ষণ করতে হবে যাতে তাদের মধ্যে ধীরে ধীরে রসাস্বাদনের অনুকূল মানসিকতা সৃষ্টি হতে পারে।

।। কবিতাপাঠ ও গদ্যপাঠের লক্ষ্যের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য।।

পৃথিবীর যে-কোন ভাষায় রচিত সাহিত্যকর্ম প্রধানতঃ দুটি খাতে প্রবাহিত হয় —গদ্যসাহিত্য এবং কাব্যসাহিত্য। গদ্যসাহিত্যের প্রকাশভঙ্গী এবং কাব্যসাহিত্যের প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য আছে। গদ্যের আঙ্গিকে রচিত কোন বক্তব্যবিষয় সাধারণতঃ দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত ভাষার প্রকাশভঙ্গীকে অনুসরণ ক'রে চলে; আর পদ্য কিংবা কবিতার আঙ্গিকে রচিত

(৩) ছাত্রদের ওপর প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের রসাস্বাদনের মান চাপিয়ে দেওয়া চলবে না; অর্থাৎ ছাত্রেরা কোন কবিতা বড়দের মত ক'রে বুঝবে এবং তার রসাস্বাদন করবে এটা প্রত্যাশা করা ভুল হবে।

(৪) ছাত্রদের যার যেরকম রুচি সেই অনুযায়ী তাদের পাঠ্যপুস্তকের বহির্ভূত কবিতা পাঠে বাধা দেওয়া চলবে না।

(৫) ছাত্রদের কবিতা মুখস্থ করতে বাধ্য করা চলবে না। **

সাহিত্যরসাস্বাদন (Literary Appreciation)

সাহিত্যগুণসম্বলিত কোন গদ্যরচনা কিংবা কোন কবিতা পাঠ ক'রে পাঠকের অন্তরে যখন একপ্রকার অলৌকিক আনন্দের সঞ্চার হয় তখন পাঠকের অন্তরের এই উপলব্ধিকে বলা হয় সাহিত্যরসাস্বাদন। কোন গদ্যরচনার সাহিত্যগুণ আছে কিনা তা বুঝতে হলে দেখতে হবে যে রচনাটির মধ্যে এমন কোন গুণ আছে কিনা যার দ্বারা ছাত্রদের মনে আনন্দ ও সন্তোষের সৃষ্টি হয়, এবং তাদের আত্মিক আকাঙ্খা মানব-জীবনের মৌলিক ও শাশ্বত সৌন্দর্য অর্থাৎ সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রতি ধাবিত হয়। রসাস্বাদনের জন্য ছাত্রদের যেসব গদ্যরচনা পড়ানো হবে সেগুলির বিষয়বস্তু তাদের নিকট আকর্ষণীয় হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু গদ্যরচনার বিষয়বস্তু আকর্ষণীয় হলেও শিক্ষক যদি ছাত্রদের সঠিক পথে পরিচালিত করতে না পারেন তাহলে তারা গদ্যরচনার রসাস্বাদন করতে সক্ষম হবে না। সেইজন্য শিক্ষককে গদ্যরচনার সাহিত্যগুণ ও প্রকাশভঙ্গীর সৌন্দর্যের প্রতি ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে, তা না হলে এগুলি তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে। গদ্যসাহিত্যের রসাস্বাদনের জন্য রচনা-রীতি (style) এবং গঠনভঙ্গী (form) সম্পর্কে ছাত্রদের অবহিত করতে হবে। গঠনভঙ্গীর দিক থেকে গদ্যরচনাকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(১) ঘটনার বিবরণমূলক রচনা (Narrative); (২) বর্ণনামূলক রচনা (Descriptive); এবং (৩) চিন্তামূলক রচনা (Reflective) । গদ্যরচনার রসাস্বাদনের জন্য ছাত্রদের সঠিকপথে পরিচালিত করতে হলে—সহজ থেকে কঠিন বিষয়ে যেতে হবে এবং ঘটনার বিবরণমূলক রচনা থেকে চিন্তামূলক রচনার দিকে অগ্রসর হতে হবে। রচনারীতির ব্যাপারে আমাদের একথা মনে রাখতে হবে যে, **উৎকৃষ্ট রচনার লক্ষণ হল বিষয়বস্তু ও ভাষার সুন্দর বিন্যাস আর বিচারশক্তির দ্বারা এই বিন্যাসের সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারাকেই বলা হয় রসাস্বাদন** ["The right ordering of both material and language is the mark of good writing, appreciation (Which is an act of judgement) is a recognition of skill in this ordering."]।

রসাস্বাদনের জন্য গদ্য সাহিত্য পড়াতে হলে শব্দের সৌন্দর্য ও শক্তির (force) উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। আবার লেখক তাঁর রচনায় যেসব শব্দ ব্যবহার করেন সেগুলির সাহায্যে তিনি যে সামগ্রিক আবেদন (Total Effect) সৃষ্টি করতে চান সে সম্পর্কেও ছাত্রদের সজাগ ক'রে তুলতে হবে। উৎকৃষ্ট গদ্যসাহিত্য সম্পর্কে ছাত্রদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করবার জন্য

** 'কবিতা পড়ানোর সার্থক পদ্ধতি'—এই অংশটি W. M. Ryburn-এর "The Teaching of Poetry' নামক প্রবন্ধ অবলম্বনে রচিত।

সরব পাঠ করিয়ে নিয়ে তারপর এক এক ক'রে কয়েকজন ছাত্রকে দিয়ে সরব পাঠ করানো যেতে পারে। ছাত্রদের সরব পাঠের আগে শিক্ষকের একাধিকবার সরব পাঠ করা উচিত। কবিতা পাঠের সময় অযথা অঙ্গভঙ্গী করা উচিত নয়। স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে যদি অঙ্গ ভঙ্গী এসে পড়ে তবে তা করা চলতে পারে। নবমতঃ, কবিতা পড়াবার সূত্রে ছাত্রদের কিছু কিছু সৃজনমূলক কাজ করতে দিতে হবে; যেমন—কবিতা পড়ার পর ছবি এঁকে তার বিষয়বস্তু প্রকাশ করা; গদ্য রচনার সাহায্যে কবিতার ভাব ব্যক্ত করা; অনুরূপ ভাবসম্পন্ন কবিতা লেখা; প্রভৃতি। ছাত্রদের লেখা কবিতা ভাল হলে সেগুলি দেওয়াল পত্রিকা কিংবা বার্ষিক পত্রিকায় যাতে প্রকাশিত হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া বর্ণনামূলক ও কাহিনীমূলক কবিতাগুলিকে অভিনয়ের মাধ্যমে রূপ দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। **দশমতঃ**, কবিতার গদ্যরূপ (paraphrase) লেখানো রসোপলব্ধির জন্য কবিতা পড়ানোর ক্ষেত্রে খুবই ক্ষতিকারক। কারণ কবিতার গদ্যরূপ লেখানো ছাত্রদের মধ্যে কাব্যিক অনুভূতি ও কাব্যিক বোধের বিকাশ ঘটাতে বাধা সৃষ্টি করে।[১]

পরিশেষে, কবিতা-শিক্ষাদানকে সার্থক ক'রে তোলার জন্য শিক্ষককে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনে রাখতে হবে ঃ—

।। ক।। কি কি করতে হবে ['Dos' in teaching poetry]

(১) শিক্ষককে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ভাল ভাল কবিতা পড়তে হবে। কারণ কবিতার সমঝদার না হলে শিক্ষক কখনই সার্থকভাবে কবিতা পড়াতে পারবেন না।

(২) ছাত্রদের মিলযুক্ত পদ্য ও ছড়া রচনায় উৎসাহিত করতে হবে।

(৩) ছাত্রেরা যাতে তাদের ভাল-লাগা কবিতাগুলি একটি খাতায় (Collection Book) সংগ্রহ করে তার জন্য তাদের উৎসাহিত করতে হবে।

(৪) কবিতার বর্ণনা অনুযায়ী ছাত্রদের ছবি আঁকতে কিংবা ছবি সংগ্রহ করতে উৎসাহিত করতে হবে।

(৫) শ্রেণীর ছাত্রদের একটি সমবেত কবিতা-সংগ্রহ-পুস্তক তৈরী করার জন্য উৎসাহিত করতে হবে।

(৬) কবিতা পড়ানোর পূর্বে শিক্ষককে উপযুক্ত পাঠ-পরিকল্পনা (Lesson Plan) তৈরি করতে হবে এবং পড়ানোর সময় প্রয়োজনীয় শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ (Teaching Aids) ব্যবহার করতে হবে।

।। খ।। কি কি করা চলবে না ['Don'ts' in teaching poetry]

(১) কবিতার অতিরিক্ত ও খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা বর্জন করতে হবে। ('Too much explanation is a mistake.' –F. L. Billows)

(২) ছাত্রেরা অতিরিক্ত ব্যাখ্যা ছাড়াই যাতে কবিতার আস্বাদন লাভ করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

১। "Writing paraphrases of poetry is probably one of the worst things we can make our children do if we want to teach them to appreciate poetry, and to develop the poetic sense and poetic feeling."

— W. M. Ryburn, The Teaching of the Mother-tongue.

ত্যাগ করতে হবে। চতুর্থতঃ, ছোট কবিতাগুলিকে প্রথমে সামগ্রিকভাবে ছাত্রদের সামনে উপস্থিত করতে হবে যাতে ছাত্রদের কাছে কবিতাটির সামগ্রিক আবেদন পৌঁছাতে পারে। তারপর কবিতাটিকে ছোট ছোট অংশে ভাগ ক'রে পড়াতে হবে। বড় কবিতার ক্ষেত্রে অবশ্য এরূপ করা সম্ভব নয়— সেক্ষেত্রে শুরু থেকেই ছোট ছোট অংশে ভাগ ক'রে কবিতাটিকে পড়াতে হবে। **পঞ্চমতঃ**, কবিতার অন্তর্গত কঠিন শব্দ, শব্দগুচ্ছ (phrase), উল্লিখিত-ঘটনা (allusion) ও অলঙ্কারের অর্থ ছাত্রদের কাছে ব্যাখ্যা করতে হবে। কিন্তু শিক্ষককে সবসময় একথা মনে রাখতে হবে যে, পৃথকভাবে শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করার চেয়ে কবিতাটির রস আস্বাদন করতে সাহায্য করা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কঠিন শব্দ কিংবা শব্দগুচ্ছের অর্থ ব্যাখ্যা করা কবিতা পড়ানোর মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, যদিও অধিকাংশ শিক্ষকই এটাকেই মুখ্য উদ্দেশ্য ব'লে মনে করেন। কবিতা পড়ানোর উদ্দেশ্য সরাসরিভাবে ছাত্রদের নতুন শব্দ শেখানো, কিংবা ছাত্রদের জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করা, কিংবা তাদের প্রকাশ-ক্ষমতার উন্নতি ঘটানোর চেষ্টা করা নয়। কবিতা পড়ানোর সময় কঠিন শব্দ ও শব্দগুচ্ছের ব্যাখ্যা অবশ্যই করতে হবে; কিন্তু এটাই কবিতা পড়ানোর মূল লক্ষ্য হবে না; কবিতা পড়ানোর মূল লক্ষ্য হবে, শ্রেণীর প্রতিটি ছাত্রকে কবিতা পাঠের মাধ্যমে এক অলৌকিক আনন্দলাভে সাহায্য করা এবং তার কল্পনাশক্তির বিকাশ ঘটানো। কবিতার মধ্যে যেসব আবেগ ও কল্পনা প্রকাশিত হয়েছে ছাত্রের মধ্যে সেগুলি উদ্দীপিত করা।[১] **ষষ্ঠতঃ**, ছাত্রদের কোন কবিতা মুখস্থ করতে বাধ্য করা উচিত নয়। এ সম্পর্কে W.M. Ryburn এর অভিমত হল, "... the forcing of children to learn so many verses off by heart simply results in an aversion to poetry."। ছাত্রেরা যদি কোন কবিতা স্বেচ্ছায় মুখস্থ করতে চায় তাহলে তাদের তা করতে দেওয়া উচিত। কিন্তু জোর ক'রে তাদের কবিতা মুখস্থ করাবার চেষ্টা করা উচিত নয়। ছাত্রেরা কোন কবিতা মুখস্থ করবে কি করবে না সে বিষয়ে তাদের স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। এ ব্যাপারে প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত একই নিয়ম অনুসরণ করা উচিত। **সপ্তমতঃ**, কোন কোন কবিতা পড়াবার পূর্বে শিক্ষককে ঐসব কবিতার পটভূমি (background) এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে ছাত্রদের কিছুটা ধারণা দিতে হবে। এতে ঐ কবিতাগুলি বুঝতে ছাত্রদের সুবিধা হবে। বিশেষ ক'রে কোন ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে লেখা কবিতা পড়াবার সময় এটা করা দরকার। ছাত্রদের মধ্যে যাতে কবিতার প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ভাল ভাল কবিতা পড়ার মধ্য দিয়েই কেবল এই অনুরাগ সৃষ্টি হতে পারে।[২] **অষ্টমতঃ**, ছাত্রদের সরব পাঠও কবিতা পড়াবার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজনীয়। কিন্তু শ্রেণীর ছাত্রসংখ্যা বেশি হলে সব ছাত্রকে দিয়ে সরব পাঠ করাবার সময় পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে সম্ভব হলে প্রথমে ছাত্রদের দ্বারা সমবেত

১। " The aim (of teaching poetry) is to afford each individual in the class a keen and sincere pleasure in a new experience and an enlargement of his power of sympathetic imagination; to enable the poems to stimulate emotions and imagination for which the poem is itself the adequate expression."
—Teaching Poetry. O. U. P.

২। "Taste and appreciation develop from being in good company, and this applies to poetry as well as to other forms of literature."
—W.M. Ryburn, The Teaching of the Mother-tongue.

যেসব পদ্ধতির কথা আলোচনা করা হয়েছে সেগুলির প্রত্যেকটিরই কিছু-না-কিছু উপযোগিতা রয়েছে। সেই উপযোগিতাগুলিকে কাজে লাগাবার তাগিদ থেকেই সমন্বয়ী পদ্ধতির উদ্ভব ঘটেছে। তবে শিক্ষকের দক্ষতার উপর এই পদ্ধতির সাফল্য বিশেষভাবে নির্ভর করে; কারণ শিক্ষক কখন কোন্ পদ্ধতির কতটুকু সাহায্য গ্রহণ করবেন তার কোন বাঁধাধরা নিয়ম বেঁধে দেওয়া যায় না—তা সম্পূর্ণরূপে শিক্ষকের পারদর্শিতার উপর নির্ভর করে। সেইজন্য এই পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগ করা কিছুটা কষ্টকর।

।। কবিতা পড়ানোর সার্থক পদ্ধতি।।

এখন কবিতাপাঠকে হৃদয়গ্রাহী ও সার্থক করতে হলে কোন্ পদ্ধতি সর্বাপেক্ষা ফলপ্রসূ সে সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন। কবিতা শিক্ষাদানের জন্য সার্থক শিক্ষণ-পদ্ধতি অবলম্বন করতে হলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রথমতঃ, বিদ্যালয়ে যেসব কবিতা পড়ানো হবে সেগুলির সঙ্গে জীবনের প্রত্যক্ষ যোগ থাকা প্রয়োজন। ছাত্রদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংযোগ নেই এমন কোন বিষয়-সংক্রান্ত কবিতা তারা আস্বাদন করতে পারবে একথা ভাবা ভুল। ছাত্রদের মধ্যে যেন এরকম ধারণা না হয় যে, কবিতার সঙ্গে জীবনের কোন যোগ নেই। অপরপক্ষে, তারা যেন একথা ভাবতে শেখে যে দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য থেকেই কবিতার উদ্ভব হয়। এইজাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যদি আমরা ছাত্রদের জন্য কবিতা নির্বাচন করতে পারি তাহলে কবিতা তাদের জীবনের একটি অচ্ছেদ্য অঙ্গে এবং তাদের সারা জীবনের সাথীতে পরিণত হবে। ছাত্রদের জন্য যেসব কবিতা নির্বাচিত হবে সেগুলির মধ্যে চিন্তার সৌন্দর্য এবং প্রকাশভঙ্গীর সৌন্দর্য থাকা প্রয়োজন। এই কবিতাগুলির ছন্দও আকর্ষণীয় হওয়া দরকার। নিচু শ্রেণীতে ছন্দের উপর বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। শিশুরা চলার ছন্দ, সঙ্গীত এবং শব্দের ধ্বনি (sound) খুব পছন্দ করে। সেইজন্য নিচু শ্রেণীতে ছড়ার কদর এত বেশি। দ্বিতীয়তঃ, প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকের বহির্ভূত কবিতাও ছাত্রদের পড়াবেন। ছাত্রদের জন্য ভাল কবিতা নির্বাচন করতে হলে শিক্ষককে ভাল কবিতার লক্ষণ কি তা জানতে হবে এবং নিয়মিতভাবে ভাল কবিতা পড়ার অভ্যাস গঠন করতে হবে। কারণ W.M. Ryburn এর মতে, "Good taste, even in the simplest poems, will come only by keeping in the company of good poetry."। তৃতীয়তঃ, কবিতা শিক্ষাদানের প্রথম পদক্ষেপ হল শিক্ষকের আদর্শ পাঠ। কবিতা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সরব আবৃত্তির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেইজন্য শিক্ষকের সরবে আবৃত্তি করার ক্ষমতা থাকা খুবই প্রয়োজনীয়। শিক্ষককে আদর্শ পাঠের সাহায্যে ছাত্রদের কাছে কবিতার অর্থ কিছুটা পৌঁছে দিতে হবে। এর জন্য শিক্ষককে প্রথমে কবিতাটির অর্থ ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। কারণ কবিতার অর্থ ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে না পারলে কখনই কবিতা সঠিকভাবে পড়া যায় না। শিক্ষকের আদর্শ পাঠের উপর শ্রেণীর সমস্ত ছাত্র কবিতা প'ড়ে কতটা আনন্দ পাবে এবং কবিতার অর্থ কতটা বুঝতে পারবে তা নির্ভর করছে। অবশ্য তারজন্য শিক্ষককে কবিতাটি দু'তিনবার অন্ততঃ পড়তে হবে। সরব পাঠের সময় শিক্ষককে সুর করে কবিতা পড়ার প্রবণতা

কবিতা শিক্ষাদানের সার্থক পদ্ধতি

করেন। এই পদ্ধতির প্রধান ত্রুটি এই যে এখানে শিক্ষকের ভূমিকা প্রাধান্য লাভ করে এবং ছাত্রেরা নিষ্ক্রিয় শ্রোতায় পরিণত হয়।

২। শব্দার্থ ও সারাংশপ্রদান পদ্ধতি (Word meaning and Summary Method) ঃ

এই পদ্ধতিতে কবিতা পড়াবার সময় শিক্ষক কঠিন কঠিন শব্দ কিংবা শব্দগুচ্ছের অর্থপ্রদান, কবিতায় ব্যবহৃত বিশিষ্ট বাক্য কিংবা বাক্যাংশের অর্থবিশ্লেষণ এবং কবিতাটির বিষয়বস্তুর সারাংশ প্রদানের উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন। একথা সত্য যে কবিরা তাঁদের গভীর অনুভূতি ও উপলব্ধি প্রকাশ করার জন্য কবিতায় বিশিষ্ট শব্দের প্রয়োগ ক'রে থাকেন এবং কবিতায় ব্যবহৃত তাঁদের বাক্যের গঠনও বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়। কাজেই কবিতা পড়ানোর অন্যতম পদ্ধতি হিসাবে দীর্ঘদিন ধরে যে বর্তমান পদ্ধতিটি অনুসৃত হয়ে আসছে তা খুবই স্বাভাবিক। কবিতা পড়ানোর সময় কবিতার বিষয়বস্তুর সারাংশ প্রদানের রীতিটিও অনেক পুরোনো। কিন্তু বর্তমানে শব্দার্থ ও সারাংশ প্রদান পদ্ধতিটিকে কবিতা পড়ানোর একটি উপযুক্ত পদ্ধতি বলে মনে করা হয় না। এর কারণ হল এই যে এই পদ্ধতিতে শব্দার্থ ও সারাংশ প্রদানের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করার ফলে ছাত্রদের পক্ষে কবিতার রসোপলব্ধি করা সম্ভবপর হয় না।

৩। বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ পদ্ধতি (Analytic and Synthetic Method) ঃ

বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে কবিতার ভাববস্তুকে বিশ্লেষণ ক'রে তার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যকে উদ্‌ঘাটন করার চেষ্টা করা হয়। আর সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে প্রথমে কোনো কবিতার অংশগুলিকে পৃথকভাবে আলোচনা ক'রে তারপর সেগুলির সমবায়ে সমগ্র কবিতার মূল ভাববস্তুকে ছাত্রদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ এই উভয় পদ্ধতিতেই একগুচ্ছ প্রশ্নের সাহায্যে শিক্ষককে কবিতার বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের কাজে অগ্রসর হতে হয়। এর জন্য পাঠদানের পূর্বেই তাঁকে সুচিন্তিতভাবে উদ্দেশ্যসাধক প্রশ্নাবলী রচনা করতে হয়। এইসব প্রশ্নের মধ্যে যাতে একটি ধারাবাহিকতা বজায় থাকে শিক্ষককে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হয়। বিশ্লেষণ পদ্ধতির সবচেয়ে বড় অসুবিধা এই যে এখানে প্রয়োজনাতিরিক্ত বিশ্লেষণের প্রবণতার জন্য শিক্ষকের মূল বক্তব্য বিষয় থেকে বিচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৪। স্বাদনা পদ্ধতি (Appreciation Method) ঃ

এই পদ্ধতিতে কোন কবিতার অন্তর্নিহিত রস আস্বাদন করার উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কবিতার ক্ষেত্রে রসাস্বাদন বলতে বোঝায়, কবির গভীর অনুভূতি ও উপলব্ধি যা বিশিষ্ট-শব্দ-ব্যবহার, প্রকাশভঙ্গী, ছন্দ ও প্রতীকের মাধ্যমে কবিতার আকারে প্রকাশিত হয়েছে তা পাঠ ক'রে আনন্দ লাভ করা এবং কবিতা রচনার সময় কবির মনে যে এক অনির্বচনীয় হৃদয়াবেগের সৃষ্টি হয়েছিল তার সঙ্গে একাত্মতা বোধ করা। এই পদ্ধতিতে কবিতা পড়ানোর সময় শিক্ষক ছাত্রদের কাছে এমনভাবে কবিতাটি উপস্থাপিত করার চেষ্টা করেন যাতে তারা কবিতাটির অন্তর্নিহিত রস আস্বাদন করতে সক্ষম হয়।

৫। সমন্বয়ী পদ্ধতি (Eclectic Method) ঃ

এই পদ্ধতিতে কবিতা পড়াবার সময় শিক্ষক তাঁর প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ ক'রে কবিতা পড়ানোর উদ্দেশ্যকে সার্থক ক'রে তোলার চেষ্টা করেন। উপরে

বিদ্যালয়ের নিচের শ্রেণী থেকে আরম্ভ ক'রে উপরের শ্রেণী পর্যন্ত এই চেষ্টা আমাদের করতে হবে। তবে, একথাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রদের পক্ষে কবিতার গভীর রসোপলব্ধি সম্ভবপর নয়। সেইজন্য বিদ্যালয়শিক্ষার স্তরে ছন্দের শ্রুতিমাধুর্য, শব্দ-প্রয়োগের চমৎকারিত্ব, প্রকাশভঙ্গীর বিশেষত্ব,বক্তব্য-বিষয় কিংবা বর্ণনার মনোহারিত্ব, প্রভৃতি উপভোগ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। শিক্ষক হিসাবে আমাদের প্রধান কাজ হল শ্রেণীকক্ষে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা যেখানে **কবিতার অর্থ বুদ্ধি দিয়ে বোঝার চেয়ে ছাত্রেরা কবিতার রস হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পারে**। অবশ্য কবিতার রস হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করার জন্য যেটুকু বোঝা দরকার তা তাদের বুঝতে হবে।

কবিতা পড়ানোর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে H.Champion পরোক্ষভাবে যে মন্তব্য করেছেন তা এই প্রসঙ্গে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য, "Poetry is beauty; beauty of form, beauty of language, beauty of thought, mood or feeling. The poetry lesson that does not leave the pupil with some insight into the delightful or the beauty of language, some heightening of the emotions, some lifting of the soul, towards the spiritual and noble, is a lesson that has missed its aim." অর্থাৎ কবিতা হল সৌন্দর্য; আকৃতিগত সৌন্দর্য, ভাষাগত সৌন্দর্য, ভাব অথবা অনুভূতিগত সৌন্দর্য। যে কাব্যপাঠের দ্বারা ছাত্রের মনে আনন্দের সঞ্চার হয় না, তার আবেগের উদ্‌গতি ঘটে না এবং আত্মিকতা ও মহদ্ভাবের অভিমুখে তার আত্মার উদ্‌গমন ঘটেনা—সেই কাব্যপাঠ লক্ষ্যভ্রষ্ট।

।। কবিতা পড়ানোর বিভিন্ন পদ্ধতি।।

বিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরে কবিতা পড়ানোর জন্য বিভিন্নপ্রকার পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। এই পদ্ধতিগুলির মধ্যে কোন কোনটি গতানুগতিকভাবে দীর্ঘকাল যাবৎ অনুসৃত হয়ে আসছে, যেমন—শব্দার্থ ও সারাংশ-প্রদান পদ্ধতি, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি, ইত্যাদি। কবিতা পড়ানোর গতানুগতিক পদ্ধতিগুলির সংস্কার সাধন ক'রে বর্তমানে কবিতা পড়ানোর জন্য এমন একটি সমন্বয়ী পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় যে পদ্ধতিটির মধ্যে পূর্বেকার পদ্ধতিগুলির উৎকৃষ্ট গুণগুলির সমাবেশ ঘটেছে। কবিতা পড়ানোর বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি হল—(১) আবৃত্তি ও ভাবার্থ ব্যাখ্যা পদ্ধতি; (২) শব্দার্থ ও সারাংশপ্রদান পদ্ধতি; (৩) বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ পদ্ধতি; (৪) স্বাদনা পদ্ধতি; এবং (৫) সমন্বয়ী পদ্ধতি।

১। আবৃত্তি ও ভাবার্থ ব্যাখ্যা পদ্ধতি (Recitaion and Exposition Method) ঃ

এই পদ্ধতিতে প্রথমে শিক্ষক কবিতাটি আবৃত্তি ক'রে ছাত্রদের শোনান। তারপর তিনি ছাত্রদের কাছে কবিতাটির বিষয়বস্তু ও ভাবার্থ ব্যাখ্যা করেন। এই পদ্ধতিতে শিক্ষক ছাত্রদের কাছে কবিতাটির বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করার জন্য প্রধানতঃ বক্তৃতার আশ্রয় গ্রহণ করেন। বক্তৃতার সাহায্যে তিনি কবিতাটির ভাববস্তু, ছন্দ, অলংকার, রচনা-শৈলী, রসমাধুর্য, প্রভৃতি ব্যাখ্যা করে ছাত্রদের কবিতাটির রস উপলব্ধি করতে সাহায্য করেন। ব্যাখ্যা পদ্ধতি অবলম্বন ক'রে কবিতা পড়াবার সময় শিক্ষক সাধারণতঃ বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা (discourse), অনুরূপ কবিতার সঙ্গে তুলনা (comparison) এবং স্বাদনা (appreciation)—এই তিন প্রকার প্রণালী অবলম্বন

তারজন্য বিদ্যালয়ে অভিনয়, বিতর্ক, আনন্দপঠন, সাহিত্য-আলোচনা, পাঠচক্র, স্বরচিত গল্প-প্রবন্ধ-ভ্রমণকাহিনী পাঠ, প্রভৃতি সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর প্রচলন করতে হবে এবং বিদ্যালয়ে সাহিত্যানুশীলনের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

(৬) বর্তমানে ভাষা শিক্ষার উপর পরীক্ষা-ব্যবস্থার যে ক্ষতিকারক প্রভাব কাজ করছে তা দূর করতে হবে।

(৭) ছাত্রদের মধ্যে সরব ও নীরব পাঠের অভ্যাস এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে সরব পাঠের সময় ছাত্রেরা যেন স্পষ্ট ও নির্ভুল বাগ্‌যন্ত্রের ব্যবহার, যতি চিহ্নের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিরাম-গ্রহণ এবং অর্থপ্রকাশকভাবে একাধিক শব্দ একসঙ্গে উচ্চারণ করতে পারে; আর নীরব পাঠের সময় তারা যেন চোখ বুলিয়ে দ্রুতগতিতে পাঠ্য -বিষয়ের মূল বক্তব্যগুলি আহরণ করতে পারে।

(৮) ছাত্রেরা যাতে পাঠাগারের সাহায্য গ্রহণ ক'রে সৎ সাহিত্য পাঠ করার অভ্যাস গ'ড়ে তুলতে, তা থেকে আনন্দ লাভ করতে এবং তাতে নিহিত মহৎ ভাব ও আদর্শ গ্রহণের দ্বারা তাদের জীবনকে সুন্দর ও সার্থক ক'রে তুলতে উৎসাহী হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(৯) বাংলা গদ্যশিক্ষাকে ছাত্রদের নিকট সরস ও হৃদয়গ্রাহী ক'রে তোলার জন্য শিক্ষককে অত্যন্ত ধৈর্য্য ও সহানুভূতির সঙ্গে প্রতিটি ছাত্রের ব্যক্তিগত সমস্যার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে এবং তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করতে হবে।

।। অনুশীলনী।।

১। 'কিশলয়' হইতে 'পাঠ সংকলন' পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকে গদ্যাংশে কি ধরনের গল্প বা কথাকাহিনী সাধারণতঃ পাওয়া যায়? বিভিন্ন নামে ইহাদের অভিহিত করিবার কারণ কি? কোন্ ধরনের গল্প কোন্ বয়সের ছেলেমেয়েদের উপযোগী বলিয়া মনে করেন?
[B. U. B. T. 1965]

২। ছাত্রদের পঠন-শক্তি বিকাশের জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন? এই প্রসঙ্গে বাংলা গদ্য পাঠদানের পদ্ধতি বিবৃত করুন। [N.B. U. B. T. 1969]

৩। কবিতা ও গদ্য পড়াইবার পদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনা করুন। [C. U. B. T. 1960]

৪। গদ্য ও পদ্যের পড়ানোর রীতির তুলনামূলক আলোচনা করুন (সংক্ষিপ্ত দৃষ্টান্ত সহ)।
[P. G. B. T. 1977]

৫। গদ্য-পাঠের উদ্দেশ্য কি? গদ্য-পাঠদানের আধুনিক পদ্ধতির বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা করুন। [C. U. B. Ed. 1983]

৬। বাংলা গদ্যশিক্ষার কার্যকারিতা বিবৃত করুন। কিভাবে শেখালে বাংলা গদ্যসাহিত্যের সু-উপলব্ধি সম্ভব? [N. B. U. B. Ed. 1985]

৭। গদ্য পাঠদানের উদ্দেশ্য কী কী? গদ্য পাঠদানের সমস্যা ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করুন। [V. U. B. Ed. 2001]

ছাত্রদের কাছে সাহিত্যরস পরিবেশন করা খুবই অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে। কারণ সাহিত্যরস আস্বাদনের জন্য যে ন্যূনতম ভাষা জ্ঞানের প্রয়োজন হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছাত্রদের তা থাকে না। দ্বিতীয়তঃ, অনেকসময় বাংলা পাঠ্যপুস্তকে এমন অনেক গদ্য রচনা থাকে যার মধ্যে বর্ণিত বিষয় সম্পর্কে ছাত্রদের কোনরূপ অভিজ্ঞতা নেই। এরূপ ক্ষেত্রে শিক্ষকের পক্ষে ঐরূপ গদ্য রচনার প্রতি ছাত্রদের মনে আগ্রহের সঞ্চার করা খুবই কষ্টকর হয়ে পড়ে। তৃতীয়তঃ, বর্তমানে শিক্ষাব্যবস্থার উপর পরীক্ষার ক্ষতিকারক চাপের ফলে পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় নয় এমন কোন বিষয় শিখতে ছাত্রেরা মোটেই আগ্রহবোধ করে না। সেইজন্য কোন গদ্য রচনার সাহিত্যিক উৎকর্ষ সম্পর্কে শিক্ষকের বিশ্লেষণ শোনার চেয়ে ছাত্রদের কাছে পরীক্ষায় আসার সম্ভাবনা আছে এমন প্রশ্নের উত্তর জেনে নেওয়া অনেক বেশি প্রয়োজনীয়। চতুর্থতঃ, অনেক সময় বাংলা পাঠ্য-পুস্তকে এমন অনেক প্রবন্ধ থাকে যেগুলির অর্থ উপলব্ধি করার মত বিচারবুদ্ধির পরিপক্কতা ছাত্রদের মধ্যে সৃষ্টি হয়নি। এরূপক্ষেত্রে শিক্ষকদের পক্ষে ছাত্রদের ঐসব প্রবন্ধের মূল বক্তব্য বোঝানো কিংবা তাদের কাছে সেগুলির আবেদন পৌঁছে দেওয়া খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। পঞ্চমতঃ, বিদ্যালয়ে সাহিত্যরসাস্বাদন করা যায় এমনভাবে বাংলা গদ্যাংশ শিক্ষাদানের উপযুক্ত সুযোগ এবং শিক্ষাসহায়ক উপকরণের যথেষ্ট অভাব রয়েছে; গদ্যরচনা পাঠ ক'রে তা থেকে সাহিত্যরস আস্বাদন করার জন্য পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত গদ্যাংশ ছাড়াও ছাত্রেরা যাতে তাদের মান অনুযায়ী পাঠাগার থেকে প্রসিদ্ধ লেখকদের উৎকৃষ্ট সাহিত্যগুণসম্পন্ন গদ্যরচনা পাঠ, সাহিত্য আলোচনা, গল্প-প্রবন্ধ-ডায়েরী ও ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখার অভ্যাস গঠন, প্রভৃতির সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কিন্তু অধিকাংশ বিদ্যালয়ে এসবের সুযোগ পাওয়া যায় না। উপরিউক্ত অসুবিধাগুলি দূর ক'রে বাংলা গদ্যশিক্ষাকে ছাত্রদের নিকট সরস ও হৃদয়গ্রাহী ক'রে তোলার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করা প্রয়োজন ঃ—

গদ্যশিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা

(১) যে গদ্যাংশটি ছাত্রদের পড়ানো হবে সেটি সম্পর্কে ছাত্রদের মনে যাতে উপযুক্ত আগ্রহের সঞ্চার হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

(২) বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য গদ্যরচনা নির্বাচন করার সময় ছাত্রদের চাহিদা, আগ্রহ, প্রবণতা ও সামর্থ্যের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। এইসব গদ্যরচনার বিষয়বস্তু চিত্তাকর্ষক, সহজবোধ্য ও বৈচিত্র্যপূর্ণ হবে।

(৩) বাংলা গদ্যাংশ পড়াবার সময় শিক্ষককে মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। এইজাতীয় পদ্ধতি অবলম্বন করলে ছাত্রেরা গদ্যরচনা পাঠ করতে আগ্রহবোধ করবে এবং গদ্যরচনার রসাস্বাদন করতে সক্ষম হবে। এরসঙ্গে শিক্ষককে প্রয়োজনীয় শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ ও ব্ল্যাকবোর্ডের উপযুক্ত ব্যবহার করতে হবে।

(৪) বাংলা পাঠ্যপুস্তকে যেসব গদ্যরচনা নির্বাচিত হবে সেগুলিতে যাতে বহুলপ্রচলিত শব্দসমূহ ব্যবহৃত হয় সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। এইসব রচনার প্রকাশভঙ্গী সহজ, সরল এবং সাবলীল হবে। তাছাড়া এই রচনাগুলি যাতে সাহিত্যগুণসম্পন্ন হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

(৫) ছাত্রেরা যাতে সাহিত্যগুণসম্পন্ন গদ্যরচনার প্রকৃত রসাস্বাদন করতে সক্ষম হয়

ক'রে তুলতে হবে এবং রচনা-শিক্ষার মাধ্যমে তাদের মধ্যে লিখে আত্মপ্রকাশ করার ক্ষমতার বিকাশ ঘটাতে হবে।

এখন বাংলা গদ্যাংশ পড়াবার সময় শিক্ষককে কি জাতীয় অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় সে সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রথমে ভাষা শিক্ষার দিক থেকে বিভিন্ন অসুবিধাগুলির কথা আলোচনা ক'রে তারপর সাহিত্যরস আস্বাদনের দিক থেকে কি কি অসুবিধা দেখা দেয় সে সম্পর্কে আমাদের বিচার-বিবেচনা ক'রে দেখতে হবে। ভাষাশিক্ষার দিক থেকে বাংলা গদ্যাংশ পড়াবার সময় যে সব অসুবিধা দেখা দেয় সেগুলি হল— (১) ছাত্রেরা বাংলা ভাষায় কথা বলার সময় যে সব শব্দ ব্যবহার করে সেগুলির অধিকাংশই তদ্ভব শব্দ। কিন্তু পাঠ্য-পুস্তকের গদ্যরচনাগুলির মধ্যে প্রচুর তৎসম শব্দ থাকে যেগুলির অধিকাংশই ছাত্রদের অজানা। এই তৎসম শব্দগুলি গদ্যরচনা পড়া এবং সেগুলির অর্থগ্রহণ করার পথে বাধা সৃষ্টি করে। শিক্ষকের পক্ষে এই বাধা অপসারণ করা সহজসাধ্য হয় না। (২) পাঠ্য-পুস্তকে প্রাচীন লেখকদের যেসব গদ্য রচনা থাকে সেগুলির রচনারীতির সঙ্গে আধুনিক বাংলা গদ্যের রচনারীতির পার্থক্য এত বেশি যে ছাত্রদের কাছে ঐসব প্রাচীন লেখকদের গদ্যরচনা খুবই কঠিন বলে মনে হয় এবং তারা সেগুলি পাঠ করতে মোটেই আগ্রহ বোধ করে না। শিক্ষকের পক্ষে এইসব রচনার প্রতি ছাত্রদের আকৃষ্ট করা বেশ কষ্টকর হয়ে পড়ে। (৩) দৈনন্দিন কথাবার্তার মধ্যে যে ধরনের বাগ্‌ভঙ্গি অনুসৃত হয়, পুস্তকে ব্যবহৃত ভাষার বাগ্‌ভঙ্গির সঙ্গে তার পার্থক্য অনেক। ফলে ছাত্রেরা গদ্য রচনায় ব্যবহৃত বিভিন্ন রকমের বাগ্‌ভঙ্গির অর্থ সব সময় বুঝতে পারে না এবং শিক্ষকও সেগুলি বোঝাতে গিয়ে অনেক সময় অসুবিধা বোধ করেন। (৪) বাংলা ভাষা শিক্ষার সূচনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছাত্রদের বর্ণ-ক্রম পদ্ধতির সাহায্যে অক্ষর পরিচয় করানো হয়; তারপর অনেক ক্ষেত্রে ছাত্রদের মধ্যে বানান করে পড়ার এক ত্রুটিপূর্ণ অভ্যাস গ'ড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে এই বদ-অভ্যাসের ফলে ছাত্রেরা সঠিকভাবে সরব-পাঠ করতে পারে না। তাদের পড়ার মধ্যে উচ্চারণের ত্রুটি, যতি-স্থাপনের ত্রুটি, শব্দগুলিকে পৃথক পৃথকভাবে উচ্চারণ করার ত্রুটি, প্রভৃতি নানাবিধ ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষকের পক্ষে এই ত্রুটিগুলি দূর করা খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। (৫) নীরব পাঠের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেক ছাত্র গুণ-গুণ কিংবা ফিস্‌ফিস্ শব্দ না ক'রে পড়তে পারে না—কেউ কেউ আবার শব্দ না করলেও ঠোঁট নড়াতে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে আবার দেখা যায়, হয় ছাত্র মনঃসংযোগ করতে পারছে না কিংবা নীরব পাঠের গতি খুব মন্থর কিংবা নীরব পাঠের দ্বারা সে পঠিত বিষয় থেকে মূল বক্তব্যগুলি আহরণ করতে পারছে না। এইভাবে ছাত্রদের মধ্যে ত্রুটিপূর্ণ নীরব পাঠের অভ্যাস গঠিত হলে শিক্ষকের পক্ষে তা দূর করা খুবই অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং গদ্যাংশ পড়াবার সময় দারুণ অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

গদ্যাংশ পড়াবার অসুবিধা

এখন সাহিত্য রসাস্বাদনের দিক থেকে বাংলা গদ্যাংশ পড়াবার কিরূপ অসুবিধা দেখা দেয় সে সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, ভাষা শিক্ষার শুরু থেকে ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি অবলম্বন করার জন্য এবং নানাকারণে বাংলা ভাষা অবহেলিত হওয়ার জন্য ছাত্রদের মধ্যে বাংলা ভাষাজ্ঞানের যথেষ্ট অভাব লক্ষ্য করা যায়। এরূপ অবস্থায় শিক্ষকের পক্ষে

পাঠের অভ্যাস সৃষ্টি হওয়ার মধ্য দিয়ে ছাত্রদের পাঠের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। অতএব আমরা একথা বলতে পারি যে গদ্য পাঠদানের অন্যতম উদ্দেশ্য হল ছাত্রদের মধ্যে পাঠের অভ্যাস (reading habit) গ'ড়ে তোলা এবং তাদের পাঠের দক্ষতা (reading skill) বৃদ্ধি করা। এছাড়াও গদ্য পাঠদানের অন্যান্য উদ্দেশ্যগুলি হল —(ক) ছাত্রদের ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধি করা; (খ) তাদের সাহিত্যরস আস্বাদন করতে শেখানো; (গ) গদ্যপাঠের মাধ্যমে তাদের সাহিত্যানুরাগ বৃদ্ধি করা; (ঘ) গদ্যপাঠের মাধ্যমে তাদের সমাজচেতনা, বুদ্ধিবৃত্তি, মননশীলতা এবং চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি করা; এবং (ঙ) মহৎ সাহিত্যপাঠের মাধ্যমে মানব জীবনের চিরন্তন সত্য সম্পর্কে ছাত্রদের উপলব্ধি করতে এবং আত্মিক উন্নতি সাধন করতে সাহায্য করা।

গদ্যপাঠ ছাত্রদের ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। গদ্যপাঠের মাধ্যমে তারা নতুন নতুন শব্দের ব্যবহার, শব্দের বিন্যাস, যুক্তিপূর্ণভাবে বক্তব্যের উপস্থাপন কৌশল, বর্ণনা-ভঙ্গী (Style), প্রভৃতি শিক্ষা করার সুযোগ পায়। গদ্যপাঠের মাধ্যমে ছাত্রদের যে কেবল ভাষাজ্ঞানই বৃদ্ধি পায় তা নয়, সেইসঙ্গে শিক্ষকের সহায়তায় তারা সাহিত্যরস আস্বাদন করতে শেখে। যে মাতৃভাষায় ছাত্রেরা দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন মেটাবার জন্য কথাবার্তা বলে সে-ই মাতৃভাষার সাহায্যেই যখন কোন লেখক খুবই মনোজ্ঞভাবে তাঁর বক্তব্যবিষয় উপস্থাপিত করেন তখন তাঁর প্রকাশভঙ্গীর মধ্য দিয়ে যে চমৎকারিত্ব ফুটে ওঠে তার মাধুর্য আস্বাদন করাকেই আমরা সাহিত্যরস আস্বাদন করা বলি। এছাড়া গদ্য পাঠদানের মাধ্যমে ছাত্রদের সাহিত্যানুরাগ বৃদ্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সমাজচেতনা, বুদ্ধিবৃত্তি, মননশীলতা এবং চিন্তাশক্তিরও বৃদ্ধি করা যেতে পারে। সবশেষে, গদ্য পাঠদান ছাত্রদের মানবজীবনের চিরন্তন সত্য উপলব্ধি করতে এবং তাদের আত্মিক উন্নতি সাধন করতে সাহায্য করে।

।। গদ্য শিক্ষাদানের পদ্ধতি ।।

বাংলা গদ্য শিক্ষাদানের প্রধান লক্ষ্য হল ছাত্রদের বাংলা ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং ছাত্রদের মধ্যে এমনভাবে পড়বার অভ্যাস গ'ড়ে তোলা যাতে তারা বাংলা ভাষায় লেখা জ্ঞান-বিজ্ঞান সংক্রান্ত বই প'ড়ে তাদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করতে পারে। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে পড়ার অভ্যাস ও লেখার অভ্যাস দুই-ই খুব গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে পড়ার অভ্যাস আবার দু'রকমের হতে পারে—সরব পাঠের অভ্যাস এবং নীরব পাঠের অভ্যাস। বিদ্যালয়ের নিচের শ্রেণীতে সরব পাঠের উপর গুরুত্ব অরোপ করা হলেও ছাত্ররা যতই উঁচু শ্রেণীতে উঠতে থাকে ততই নীরব পাঠের অভ্যাস গঠনের উপর বেশি জোর দেওয়া হয়; কারণ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের জীবনে নীরব পাঠের প্রয়োজনীয়তাই সবচেয়ে বেশী। বাংলা ভাষায় লেখা গদ্য রচনা পড়ে তার অর্থ বুঝতে পারা যেমন গদ্য শিক্ষাদানের অন্যতম লক্ষ্য, তেমনি গদ্য রচনা পাঠ ক'রে তার সাহিত্যরস আস্বাদন করার ক্ষমতারও যাতে বিকাশ ঘটে সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। ছাত্রদের মধ্যে লেখার ক্ষমতার বিকাশ ঘটাবার জন্যও বাংলা গদ্যের প্রকাশভঙ্গী, বাক্য-গঠন পদ্ধতি, বাগ্‌ধারা, ব্যাকরণের নিয়মাবলী, শব্দভাণ্ডার, প্রভৃতির সঙ্গে তাদের পরিচিত

বাংলা গদ্য শিক্ষাদানের লক্ষ্য

ছোট নির্ভুল বাক্যের সাহায্যে কোন ঘটনা কিংবা কোন জিনিসের বর্ণনা লিখিত আকারে প্রকাশ করতে পারা, সহজ সরল কবিতার অর্থ বুঝতে পারা এবং তার ছন্দ ও ধ্বনিমাধুর্য আস্বাদন করা, প্রভৃতি বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। অপরপক্ষে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের উপরের শ্রেণীগুলিতে ছাত্রেরা যাতে মাতৃভাষায় রচিত অপেক্ষাকৃত জটিল বাক্য সমন্বিত রচনাগুলির অর্থ বুঝতে পারে, নিজেদের মনোভাব ও বক্তব্য স্পষ্ট ভাষায় যুক্তিপূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারে এবং সৎ সাহিত্যের রস আস্বাদন করতে পারে সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। অর্থাৎ মাতৃভাষার শিক্ষাকে নিম্নশ্রেণীতে সহজ, সরল ও বস্তুভিত্তিক বিষয় দিয়ে শুরু করে ক্রমশঃ বিচার-বিশ্লেষণ, অনুভূতি ও ভাবমূলক বিষয়ের দিকে পরিচালিত করতে হবে।

পঞ্চমতঃ, মাতৃভাষা শিক্ষাদানের আধুনিক পদ্ধতিগুলিতে ছাত্রদের মধ্যে উপযুক্ত আগ্রহ সঞ্চার করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কোন বিষয় সম্পর্কে আগ্রহের সঞ্চার না হলে ছাত্রেরা ঐ বিষয়টি শেখার জন্য কোনরূপ উৎসাহ বোধ করে না। সেইজন্য মাতৃভাষার শিক্ষককে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি ছাত্রদের কাছে যথাসম্ভব চিত্তাকর্ষক ক'রে উপস্থিত করার চেষ্টা করতে হবে যাতে ঐ বিষয়গুলি সম্পর্কে তাদের মনে স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহের সঞ্চার হয়। শিক্ষণীয় বিষয়কে ছাত্রদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য মাতৃভাষার শিক্ষককে নানাবিধ শিক্ষাসহায়ক উপকরণের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। এইসব উপকরণের মধ্যে ব্ল্যাকবোর্ড, ছবি,মডেল, চার্ট, মানচিত্র, রেডিও, চলচ্চিত্র, দূরদর্শন, ফিল্ম-প্রজেক্টার, প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এইসব উপকরণ ছাড়াও আবৃত্তি, অভিনয়, নানারূপ খেলা, প্রভৃতির সাহায্যেও শিক্ষক শিক্ষণীয় বিষয়কে ছাত্রদের নিকট আকর্ষণীয় করে তুলতে পারেন।

ষষ্ঠতঃ, কর্মের মাধ্যমে শিক্ষার (Learning by doing) নীতিটি মাতৃভাষা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেও বর্তমানে স্বীকৃতি লাভ করেছে। কর্ম বলতে এখানে নিছক লেখা-পড়া বা মুখস্থ করাকে বোঝানো হচ্ছে না; কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণপদ্ধতিতে কর্মের একটি বিশেষ অর্থ রয়েছে। তা হল, এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী এমন একটি কাজে অংশগ্রহণ করে যাতে সে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করার সুযোগ পায় এবং এই কাজ সম্পন্ন করার জন্য একই সঙ্গে তার অঙ্গ সঞ্চালন ও মস্তিষ্কের চর্চা ঘটে। মাতৃভাষা শিক্ষার ক্লাসে ছাত্রেরা কোন গল্পের নাট্যরূপ দিয়ে তা মঞ্চস্থ করতে পারে, কিংবা কোন ভ্রমণে অংশগ্রহণ ক'রে মাতৃভাষার মাধ্যমে তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে পারে, কিংবা কোন বিশেষ কাজ বা পর্যবেক্ষণের বিবরণ মাতৃভাষার মাধ্যমে ব্যক্ত করতে পারে। এই প্রসঙ্গে ক্রীড়া-ভিত্তিক শিক্ষণ-পদ্ধতির কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। ক্রীড়া-ভিত্তিক শিক্ষার দ্বারা অতি সহজেই পাঠ্যবিষয়ের প্রতি ছাত্রদের মনে আগ্রহের সঞ্চার করা যায় বলে মাতৃভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রেও ক্রীড়া-ভিত্তিক শিক্ষা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করেছে।

সপ্তমতঃ, বর্তমানে মাতৃভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে আরোহ পদ্ধতির (inductive method) প্রয়োগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। বিশেষ সত্য থেকে সাধারণ সত্যে উপনীত হওয়াকে আরোহ পদ্ধতি বলে। মাতৃভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রেরা আরোহ পদ্ধতির সাহায্যে কোন পূর্বাবিষ্কৃত তথ্যের পুনারাবিষ্কার করতে পারে কিংবা কতকগুলি উদাহরণকে বিশ্লেষণ ক'রে নিজেরাই কোন সূত্র গঠন করতে পারে। এইভাবে শিক্ষাদান করলে শিক্ষার ফল স্থায়ী হয় এবং ছাত্রেরাও জ্ঞানের রাজ্যে দুঃসাহসিক অভিযানের আনন্দ লাভ করতে পারে।

প্রথমতঃ, এই পদ্ধতিগুলিতে শ্রেণীকক্ষে মাতৃভাষা শিক্ষাদানের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই পরিবেশের বিশেষত্ব হল এখানে একটি সহানুভূতিপূর্ণ আনন্দময় ও স্বাধীন আবহাওয়া বিরাজ করে। এই পরিবেশে ছাত্রেরা নতুন বিষয়কে জানবার জন্য স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ বোধ করে এবং নিজ নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষণীয় বিষয়গুলি চর্চা করার সুযোগ পায়।

দ্বিতীয়তঃ, এই পদ্ধতিগুলিতে ছাত্রদের পর্যবেক্ষণশক্তি ও চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটানোর জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করা হয়। এই উভয় প্রকার শক্তির বিকাশের সঙ্গে মাতৃভাষা ব্যবহারের দক্ষতার একটি ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে। শ্রেণীকক্ষে ছাত্রেরা যাতে স্বাধীনভাবে বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে তাদের পর্যবেক্ষণশক্তি ও চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটাতে পারে এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে সঠিকভাবে তাদের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করতে পারে, শিক্ষককে সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে।

তৃতীয়তঃ, মাতৃভাষা শিক্ষাদানের আধুনিক পদ্ধতিগুলি শিক্ষাদানের ব্যাপারে শিক্ষকদের পূর্বেকার ভূমিকার আমূল পরিবর্তন সাধন করেছে। পূর্বে মাতৃভাষা শিক্ষাদানের ব্যাপারে শিক্ষক বক্তার এবং ছাত্র শ্রোতার ভূমিকা গ্রহণ করত। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষকের ভূমিকা উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করা, ছাত্রদের মধ্যে আগ্রহের সঞ্চার করা এবং প্রয়োজনমত তাদের সাহায্য করার মধ্যেই প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ থাকে। অপরপক্ষে শিক্ষাগ্রহণের ব্যাপারে ছাত্রেরা যাতে বেশি পরিমাণে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে আধুনিক মাতৃভাষা শিক্ষাদানের পদ্ধতিগুলিতে সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়।

আধুনিক মাতৃভাষা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা আপাতদৃষ্টিতে কিছুটা নিষ্প্রভ বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে কিন্তু বর্তমানে শিক্ষকের দায়িত্ব পূর্বের তুলনায় অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ বর্তমান পদ্ধতি অনুযায়ী ছাত্রেরা শিক্ষাগ্রহণের ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করলেও, তাদের সাফল্য প্রধানতঃ নির্ভর করবে শিক্ষকের সঠিক পরিচালনা কিংবা পথ-প্রদর্শন করার উপর। ছাত্রদের কোন বিষয় বুঝতে সাহায্য করা, সাহায্যকারী পুস্তকের সন্ধান দেওয়া, প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করার পদ্ধতি দেখিয়ে দেওয়া, রসোপলব্ধিতে সাহায্য করা এবং সর্বোপরি ছাত্রদের আত্মসক্রিয়তাকে খর্ব না ক'রে তাদের নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী মাতৃভাষা শিক্ষার ব্যাপারে সঠিক পথে পরিচালিত করা—এই সব বিষয়গুলি মাতৃভাষা শিক্ষকের কাজকে বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ ক'রে তুলেছে।

চতুর্থতঃ, মাতৃভাষা শিক্ষার মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে বিভিন্ন বয়সের ছাত্রদের বৌদ্ধিক ও মানসিক বিকাশ এবং শিক্ষার অগ্রগতি অনুযায়ী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। ছাত্রদের পরিণতির (maturity) বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী মাতৃভাষা শিক্ষার বিষয়গুলি হবে সহজ থেকে ক্রমশঃ জটিল। অর্থাৎ শিশু যত বড় হবে ততই সে মাতৃভাষার প্রয়োগ সংক্রান্ত অধিকতর জটিল বিষয়গুলি আয়ত্ত করার ক্ষমতা অর্জন করবে। মাতৃভাষা শিক্ষার পরিকল্পনা রচনা করার সময় এই বিষয়টির প্রতি শিক্ষককে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের নিচের শ্রেণীগুলিতে মাতৃভাষা শিক্ষা দেবার সময় প্রধানতঃ মাতৃভাষায় রচিত কোন সরল রচনা প'ড়ে তার অর্থ বুঝতে পারা, মাতৃভাষার মাধ্যমে ছোট

দিয়েছেন। অনুবর্তন এবং চেষ্টা ও ভ্রান্তির মধ্য দিয়ে শিশু প্রধানতঃ যান্ত্রিকভাবে শিখে থাকে। আর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে কোন বিষয় সম্পর্কে শিশুর প্রকৃত মানসিক উপলব্ধি ঘটে। মাতৃভাবা শিক্ষার ক্ষেত্রে এই মানসিক উপলব্ধির বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোন কবিতার মর্ম উপলব্ধি কেবলমাত্র অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যেই ঘটতে পারে, চেষ্টা ও ভ্রান্তির মাধ্যমে নয়।

মাতৃভাবা শিক্ষাদানের পদ্ধতি ঃ

আধুনিক শিক্ষার পদ্ধতিগুলি মনোবিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত বিভিন্ন তথ্যের উপর ভিত্তি ক'রে গ'ড়ে উঠেছে। মাতৃভাবা শিক্ষাদানের আধুনিক পদ্ধতিগুলিও মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই পদ্ধতিগুলির মধ্যে যেসব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় সেগুলি হল ঃ